পারিস-গুপ্ত-কাহিনী।

প্রথম সংখ্যা।

পাক-প্রণালী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা

শ্রীবিপ্রদাস মুখোপাধ্যায়।

প্রণীত ও প্রকাশিত।

৫০ নং মাণিকতলা ষ্ট্রীট।

কলিকাতা;

৬/১ নং যোড়াসাঁকো, পার্ব্বতীচরণ ঘোষের লেন,

"কলিকাতা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্" যন্ত্রে শ্রীচণ্ডীচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

বৈশাখ;—সন ১২৯৮ সাল

শ্রীযুক্ত বাবু বিপ্রদাস মুখোপাধ্যায় প্রণীত পুস্তক সমূহের মূল্য।

(নিম্ন লিখিত ঠিকানায় বিক্রয় হয়।)

পুস্তকের নাম।		খণ্ড।		মূল্য।
পাক-প্রণালী	...	১ম খণ্ড		১৲
ঐ	...	২য় ঐ	...	৸৹
ঐ	...	৩য় ঐ	...	৸৹
ঐ	...	৪র্থ ঐ	...	৸৹
মিষ্টান্ন-পাক	...	১ম ভাগ		৸৹
ঐ	...	২য় ভাগ	...	৲
সৌখিন-খাদ্য-পাক	...	...	.	১৷৹
পথ্য-রন্ধন	...	১ম ভাগ		৷৹
রন্ধন-শিক্ষা	...	১ম ভাগ	...	৶৹
যুবতী বা স্ত্রী-জীবনের আদর্শ		...	..	৸৹
যুবক-যুবতী		১ম ভাগ		১৲
ঐ	...	২য় ভাগ	...	১৲
অপঘাত-মৃত্যু নিবারণ		.	..	৷৹
গৃহস্থালী	...	১ম ভাগ	...	১৷৹
আত্মহারা-প্রেমিক		...	..	৷৶৹
পারস্য-কুসুম	...	..	..	৲
ফাষ্ট রিডিং বুক			..	৴৹

বসু এণ্ড কোম্পানি,

মনোমোহন লাইব্রেরি,

(২৯/১ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট)—কলিকাতা।

রেণল্ড-অনুকরণ।

প্যারিস-গুপ্ত-কাহিনী।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি ও তাঁহার পুত্র;—জনৈক অর্থপিশাচ!

রাত্রি প্রায় দশ ঘটিকা অতীত, ১৭২১ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে হীরামহল নামক স্থানে কুলীন আখ্যাধারী লাবেকার বাস-ভবনে একটী প্রকোষ্ঠে স্বয়ং লাবেকার উপবিষ্ট সম্মুখে তাঁহার একমাত্র পুত্র ভাইকাউণ্ট ডারমথ্। গৃহটী সুন্দররূপে সজ্জিত; গবাক্ষে লোহিত বর্ণের যবনিকা [illegible] এবং সেই সকলের স্বর্ণমণ্ডিত ঝালরসমূহ আলিশার উপর পড়িয়া রহিয়াছে। গৃহাভ্যন্তরে চতুর্দিক উজ্জ্বল বর্ত্তিকার আলোকে আলোকিত। সেই আলোক স্ফাটিক কবাটে পতিত হইয়া প্রতিফলিত হইতেছে এবং ভবনস্থিত মেহগ্নি কাষ্ঠ বিনির্ম্মিত সুচারু কারু-কার্য্য খচিত দ্রব্য-জাতের সমধিক উজ্জ্বলতা সম্পাদন করিতেছে। গৃহ-প্রাচীর সংলগ্ন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কাষ্ঠাধারে চীনদেশীয় মৃত্তিকা পাত্রগুলি সজ্জিত রহিয়াছে। ঐ সকলের অত্যুত্তম বর্ণ তন্মধ্যবর্ত্তী

পুষ্পগুচ্ছের বর্ণ অপেক্ষা কোন অংশেই অনুজ্জ্বল বলিয়া বোধ হইতেছে না। গৃহের মধ্যস্থলে একখানি বৃহৎ মেজ শোভা পাইতেছে। তদুপরি যে দুই একখানি পুস্তক আছে, সেগুলি এরূপ সুন্দররূপে বাঁধান যে, যেন গৃহের শোভা বৃদ্ধির জন্যই সজ্জিত রহিয়াছে; অন্য কোনরূপ ব্যবহার আছে এরূপ বোধ হইতেছে না। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, সে সময় প্রধান নগর পারিসের মধ্যে হীরামহল নামক স্থানটী সাতিশয় সুদৃশ্য এবং বিলাসতার ক্ষেত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল।

লর্ড লরেকার তাঁহার জীবনের অষ্টপঞ্চাশৎ বর্ষ অতিক্রম করিয়া ছিলেন। কিন্তু যদি তাঁহার সেই কমনীয় মুখমণ্ডলে অহঙ্কারের চিহ্ন পরিলক্ষিত না হইত, তবে সেই মুখ-শ্রী কোনরূপে যে বিকৃত হইয়াছে ইহা বলা যাইত না। তাঁহার এতাধিক আত্মাভিমান ও উদ্ধত স্বভাব ছিল যে, সমতুল্য ব্যক্তিরাও স্বচ্ছন্দে তাঁহার সহিত মিশিতে পারিতেন না, নিকৃষ্ট ব্যক্তিগণ ত সম্মুখে যাইতেই ভীত হইত! তাঁহার পরিধেয় পরিচ্ছদ এক প্রকার নূতন ধরণের; যদিও তাহার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য নানা প্রকার চেষ্টা করা হইয়াছে কিন্তু তথাপি তাহাতে কিছুমাত্র আবশ্যকের অতিরিক্ত বস্ত্র ছিল না। তাঁহার মস্তকে সুবিন্যস্ত কৃত্রিম কেশ গুচ্ছ শোভা পাইতেছিল। অঙ্গে যে মকমলের অঙ্গাবরণ ছিল, তাহা শ্বেত বর্ণের ক্ষেত্রে বৃহৎ বৃহৎ পুষ্প খচিত রেসমী বস্ত্র সংযুক্ত এবং তৎপ্রান্তভাগ স্বর্ণের জরি রচিত। তাঁহার পুত্র সম্ভ্রান্ত বংশীয় ডারমণ্ড নামে অভিহিত বা পরিচিত বলিয়া আহ্লাদিত হইতেন বটে কিন্তু পিতার ন্যায় তাঁহার হৃদয়ে বংশগৌরব বা কৌলিন্য প্রিয়তা কিছুমাত্র ছিল না। তিনি চতুর, শিক্ষিত ও প্রিয়দর্শন ছিলেন। প্রকৃতিদেবী তাঁহাকে যেমন শারীরিক সেইরূপ মানসিক সৌন্দর্য্যও দান করিয়াছিলেন; কিন্তু দুঃখের বিষয় এই তিনি এরূপ উপযুক্ত দানের পাত্র ছিলেন না; কারণ তিনি বিলাসিতার দাসত্ব স্বীকার করিয়াছিলেন; এবং বাক্যালাপে তাঁহাকে বাতুল ও পরিচ্ছদে খোসপোষাকী প্রতিপন্ন করিত। অধিকন্তু সাতিশয় আত্মাভিমান থাকাতে তিনিও তাঁহার পিতার ন্যায় অপ্রিয়-

দর্শন ও অভ্যাগত-ভাজন ছিলেন। সাহিত্য-শাস্ত্রে পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তিনি যে সকল প্রেমপত্রিকা লিখিতেন, সেই সকলের উৎকর্ষের গৌরব করিতেন। ফ্রান্সবিদ্যালয়ে যে সকল প্রশ্ন দেওয়া হইত তিনি তৎসমুদয়ের উত্তর লিখিতে যত্নের পরিবর্ত্তে কোন রমণীর ক্ষুদ্র কুক্কুরীর প্রশংসা করিয়া পদ্য লিখিতে যথেষ্ঠ কষ্ট ও আয়াস স্বীকার করিতেন। পিতার ন্যায় তিনিও অতি উজ্জ্বল চাক্‌চিক্যশালী পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন কিন্তু পিতার পরিচ্ছদ অপেক্ষা তাঁহার পরিচ্ছদ সমধিক সুদৃশ্য এবং তিনি তাহা পরিধান করিয়া সচ্ছন্দ বোধ করিতেন।

এরূপ সুসজ্জিত গৃহে পিতা পুত্রে উপবিষ্ট আছেন, এমত সময়ে লর্ড লরেকার মৃদু গম্ভীরস্বরে কহিলেন "হাঁ, ডারমণ্‌! আমার সম্প্রতি যেরূপ অর্থের প্রয়োজন হইয়াছে, তোমার মাতুল যদি তাহা দিতে স্বীকার না করেন, তবে আমি তোমার বিবাহের যে প্রস্তাব করিয়াছি, তাহাতে তোমার সম্মত হওয়া আবশ্যক হইবে।"

যুবক উত্তর করিলেন ''আর্য্য! বোধ হয় অনবগত নহেন যে, আমার মাননীয় মাতুল মহাশয় (উপহাস ব্যঞ্জকস্বরে) উৎকৃষ্ট প্রতিভূ এবং প্রচুর সুদ ভিন্ন তাঁহার একটী মাত্র স্বর্ণ মুদ্রাও দিবেন না। অর্থই তাঁহার দেবতা; তাঁহারে যে এই অর্থ কিয়ৎ পরিমাণে লাভ করে ইহা তাঁহার ইচ্ছা নহে। আপনি অন্য যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন, কিন্তু আমার সেই অর্থ-গত-প্রাণ কৃপণ মাতুল মহাশয়ের নিকট কোনরূপ ঋণে আবদ্ধ না হয়েন ইহাই আমার একান্ত ইচ্ছা।"

বৃদ্ধ লরেকার কহিলেন, "হাঁ, তুমি আমার একমাত্র পুত্র এবং এই বংশের আশা ভরসা। এই পবিত্র বংশে এ পর্য্যন্ত কোন সামান্য লোকের কন্যা গ্রহণ করা হয় নাই। আজ যদি আমি তোমাকে একটী অধম 'ব্যবসায়ীর' কন্যার সহিত বিবাহ দিই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। তুমি যে সেই নিম্নশ্রেণীস্থ কন্যার পাণিগ্রহণ করিবে তাহা আমি কি প্রকারে দর্শন করিব ভাবিয়া স্থির করিতে পারিতেছি না।"

যুবক কহিলেন, "সে অভিনয়ে আমাকেই নায়কত্ব করিতে হইবে; অতএব কি উপায়ে যে, সে নীচতা স্বীকার করিব তাহা অগ্রে আমাকে জিজ্ঞাসা

করা উচিত ছিল।” কিন্তু বৃদ্ধ সে কথায় কর্ণপাত না করিয়া বলিয়া উঠিলেন, “তবে এইটুকুমাত্র সান্ত্বনা দেখিতেছি যে, পারিস নগরে যে সকল সুন্দরী কুমারী দেখা যায়, তন্মধ্যে কুমারী লীলা অনেকাংশেই উন্নত। সে দেখিতে পরমা সুন্দরী; এবং তাহার পরিচ্ছদাদি মনোনীত করিবারও ক্ষমতা আছে। লীলা বিলক্ষণ বুদ্ধিমতী, সুতরাং রীতি নীতি সম্বন্ধে সামান্যরূপ শিক্ষা পাইলেই সে উচ্চ জীবনের অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারিবে।”

যুবক বৃদ্ধের কথায় বাধা দিয়া পরিহাস ব্যঞ্জকস্বরে কহিলেন, “এতদ্ভিন্ন আর একটী কার্য্য করিতে হইবে; কুমারীকে নিষেধ করিয়া দিবেন, যেন আমাদের কোন বন্ধু বান্ধবের নিকট প্রকাশ না করে, সে যে চিপসাইদের অন্তর্গত উড্‌ষ্ট্রীট নিবাসী কোন চর্ম্ম ব্যবসায়ীর কন্যা এবং তাহার পিতা এক জন ফৌজদারী আদালতের ফৌজদার।” বৃদ্ধ ভয়োদ্দীপক গম্ভীর স্বরে বলিয়া উঠিলেন “যখন কোন গুরুতর বিষয়ের আলোচনা হইতেছে, তখন বিদ্রূপ করা অতীব গর্হিত।”

কুমার বাচালতার সহিত উত্তর করিলেন, “পিতঃ! বিবাহ যে একটী মহৎ প্রয়োজনীয় বিষয় ইহা আমি এই প্রথম শুনিলাম।” অনন্তর সুন্দর কারুকার্য্য বিভূষিত স্বর্ণ বিনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র নস্যাধার হইতে এক টিপ নস্য গ্রহণ পূর্ব্বক পুনর্ব্বার কহিলেন, “আচ্ছা, আপনি যে একবার ন্যূনতা স্বীকার করিয়া মাতুল মহাশয়ের নিকট অর্থের প্রস্তাব করিয়াছিলেন, তিনি কি তাহাতে সম্মত হইয়াছেন?” বৃদ্ধ সগর্ব্বে মস্তকোত্তলন করিয়া কহিতে লাগিলেন, “তোমার মাতুলকে আমার স্বর্গীয়া পত্নীর ভ্রাতা বলিয়া পরিচয় দিতেও লজ্জা বোধ হয়। তিনি আমার প্রস্তাব শুনিয়া বিস্মিতভাবে কহিলেন, “কি আশ্চর্য্য! লোকে মনে করে আমার এতই অর্থ আছে যে, আমি তাহা ধার দিতে পারি।”

যুবক কহিলেন, “মাতুল কি ভয়ানক কৃপণ! কেন,—পৃথিবী শুদ্ধ লোকে জানে যে, তিনি বিশ লক্ষ টাকা দিতে পারেন। আচ্ছা, একবার উহা আমার রবরাই ভায়ার হাতে পড়ুক, তখন আর বেশী দিন থাকিবে না। ভায়া যদি আমার ন্যায় টাকা হাতে পেতো, তা হ'লে এত দিন আমাকে টেক্কা দিত।”

বৃদ্ধ কঠোরভাবে উত্তর করিলেন, "সে বড় অসম্ভব, ডারমথ্; আমি তোমাকে স্পষ্টই বলিতেছি, তোমার সংস্পর্শে থাকিয়া এবং তোমার অনুকরণ করিয়া রব্ পাঠ্যাবস্থায় ঐরূপ অপব্যয়ী ও অসচ্চরিত্র হইয়াছে বলিয়া তোমার মাতুল আমাদের উপর অত্যন্ত রুষ্ট হইয়াছেন।"

যুবক আর এক টিপ নস্য লইয়া উত্তর করিলেন, "কি নিষ্ঠুর মাতুল! দেখুন, আত্মীয় ব্যক্তি অর্থ-পিশাচ হইলে কি কষ্ট; তিনি আপনাকে ত টাকা কর্জ্জ দিবেনই না; আবার আমি যে দয়া করিয়া তাঁহার পুত্রকে সম্ভ্রান্ত বংশীয় বালকদিগের সহিত মিশিবার যোগ্য করিয়া দিতেছি, তজ্জন্য আমাকে প্রশংসা করেন না।"

বৃদ্ধ উত্তর করিলেন, "তোমার মাতুল তাঁহার পুত্রকে যেরূপ সামান্যভাবে লালন পালন করিয়াছেন ও যেরূপ ইতর কৃপণোচিত রীতি নীতি শিক্ষা দিয়াছেন, সেইরূপভাবে তাহাকে থাকিতে দিলে তোমার পক্ষে অধিকতর বিজ্ঞতার কার্য্য হইত। এমন কি তোমাকে একজন উত্তম লোক বলিয়া বিবেচনা করিতেন এবং মৃত্যুকালে উইল করিবার সময় তোমার কথা স্মরণ করিতেন। কিন্তু এক্ষণে তোমাকে একজন অশিষ্ট বা দুর্দ্দমনীয় যুবক বলিয়া মনে করিয়া থাকেন এবং তোমার সংসর্গ হইতে তাঁহার পুত্রকে স্বতন্ত্র রাখিবার নিমিত্ত কার্য্যানুরোধে লিয়নে প্রেরণ করিয়াছেন। বাস্তবিক তোমার মাতুল মনে করিতেছেন, তোমরা এক্ষণে যেরূপভাবে চলিতেছ তাহাতে অচিরে সমুদায় সম্পত্তি বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে এবং আমিও বলিতেছি, তুমি যদি সেই বিখ্যাত দুরাচার মালেন ও ভয়ানক প্রকৃতির উদ্ধত কাপ্তেন রসের সঙ্গ পরিত্যাগ কর তাহা হইলে আমিও অধিকতর সন্তুষ্ট হইব।"

কুমার ডারমথ্ নিরতিশয় ঔদ্ধত্যের সহিত কহিলেন, "আমা.. জননীর মৃত্যুর পর হইতেই আমাকে যেরূপ উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহাতে যে আমি আজও একজন সিদ্ধপুরুষ হই নাই এই আশ্চর্য্য!" বৃদ্ধ পুত্রের এইরূপ অশিষ্ট বাক্যে ক্রোধে দন্ত পংক্তি দ্বারা স্বীয় ওষ্ঠাধর দংশন ও ভ্রূকুটী করিতে লাগিলেন। কিন্তু যুবক তাহা দেখিয়াও যেন দেখেন নাই, এরূপ-ভাবে গুণ গুণ স্বরে একটী গীত গাহিতে লাগিলেন এবং তাঁহার বাক্যে বৃদ্ধ যে বিরক্ত হইয়াছেন তাহা লক্ষ্য না করিয়া নস্যাধারটী লইয়া ক্রীড়া

করিতে লাগিলেন। সৌভাগ্য বশতঃ এই সময় একটী পরচুলধারী মূল্যবান পরিচ্ছদ পরিহিত ভৃত্য আসিয়া উপস্থিত হইল; নতুবা অধিকতর ঔদ্ধত্য ও পিতার কিংকর্ত্তব্যাবধারণের আবশ্যকতা আরও খানিক চলিত।

ভৃত্য মস্তক নত করতঃ অভিবাদন পূর্ব্বক কহিল, "প্রভো! এইমাত্র একটী লোক সংবাদ লইয়া আসিয়াছে যে, আপনার শ্যালক উৎকট পীড়াগ্রস্ত হইয়াছেন—"

যুবক যেন বাস্তবিক দুঃখিত হইয়াছেন, এরূপভাবে কহিলেন, "আহা! বৃদ্ধ মাতুল কি দুর্ভাগ্য!"

ভৃত্য তাঁহার বাক্যে বাধা দিয়া কহিল, "এইক্ষণেই 'ওমরাহথাসে' যাইতে অনুরোধ আছে।" এই বলিয়া সে তাহার কথা শেষ করিল।

"আমি অবিলম্বে তথায় যাইব" বলিয়া বৃদ্ধ লরেকার অতি মন্থর গতিতে আসন হইতে উঠিলেন। কারণ ঐ আবাসে যদি অগ্নিদাহ উপস্থিত হইত তাহা হইলেও সগর্ব্বে ধীরে ধীরে পাদ বিক্ষেপ করা যে, সম্ভ্রান্ত বংশীয় জনোচিত কার্য্য বৃদ্ধ তাহা কোন অবস্থায় ভুলিতেন না। অনন্তর পুত্রকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, "ডারমথ্! তুমি কি আমার সঙ্গে যাইবে না?"

যুবক উত্তর করিলেন, "আজ্ঞা না, যথার্থই আমার যাওয়া হইবে না। আমি রোগীর নিকট থাকিবার যোগ্য নহি, কারণ—দেখিলে আমার সাতিশয় বমনভাব উপস্থিত হয়। এতদ্ভিন্ন উকীল পামর ও কর্ণেল মার্লোবের নিকট অঙ্গীকার করিয়াছি যে, মরকত কাননে তাঁহাদিগের সহিত সাক্ষাৎ করিব।"

বৃদ্ধ পুত্রের কথার কোন উত্তর করিলেন না এবং অত্যন্ত গর্ব্বের সহিত মুখ ফেরাইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন। এবং কক্ষান্তরে উপস্থিত হইলে জনৈক পরিচারক তাঁহাকে অতি সুন্দর পরিচ্ছদ পরাইয়া দিল। অপর ভৃত্য তাঁহার পালক বিভূষিত টুপি আনিয়া দিল। অনন্তর তিনি সুসজ্জিত যানারোহণ পূর্ব্বক অনতিকাল মধ্যে 'ওমরাহথাসে' উপনীত হইলেন।

বৃদ্ধ লরেকার যে গৃহের দ্বারে অবতীর্ণ হইলেন, তাহা যদিও একটী বৃহৎ বাটী বটে কিন্তু তাহার তত বাহ্যিক সৌন্দর্য্য ছিল না। অট্টা-

লিকার দেওয়ালগুলি অত্যন্ত মলিন ও ঝাপ্‌সা এবং নিম্নের জানালাগুলিতে কঠিন লৌহের শিক লাগান। সে রাত্রিতে আকাশ পরিষ্কার ও সুন্দর দৃশ্য ছিল। সুতরাং একবার দৃষ্টিমাত্রেই সেই বৃহৎ অট্টালিকার বাহিক অপরিচ্ছন্নতা উপলব্ধি হইল। দ্বারদেশে যে ঘণ্টা ঝুলিতেছিল তাহা একমাত্র পেরেকে আবদ্ধ। ভাল রকম রং করিতে হইলে অধিক ব্যয় পড়িবে এজন্য দ্বারাদিতে আল্‌কাতরা মাখান হইয়াছিল। গৃহে আলোক প্রবেশের নিমিত্ত যে সকল শার্শি ছিল তাহার কিয়দংশ ভাঙ্গিয়া গিয়াছে এবং সেই ভগ্ন স্থান সমূহে কাগজ আঁটিয়া ও নেকড়া গুঁজিয়া রাখা হইয়াছে। কেবলমাত্র একটি গবাক্ষের মধ্য দিয়া সামান্য আলোক দেখা যাইতেছে এবং তাহাও এত ক্ষীণ এবং এরূপ তর তর করিতেছে যে, নিকট দিয়া কোন ব্যক্তি গমন করিলে সে অনায়াসেই অনুমান করিতে পারে তাহা রুগ্ন শয্যার পার্শ্বস্থিত তৃণময়ী বর্ত্তিকামাত্র। সেই বৃহৎ অট্টালিকার বাহিক অন্ধকার বা মলিনত্ব দেখিলেই লোকের মনে সহসা বিষাদের চিন্তা উত্থিত হয়। অধিকন্তু সেই অট্টালিকার এমটীমাত্র কক্ষে মনুষ্য বাস করিতেছে। লরেকারের জনৈক অনুচর ধীরে ধীরে দ্বারে আঘাত করিল। কিন্তু সেই শব্দ যে ভিতর হইতে শ্রুত হইয়াছে কয়েক মুহূর্ত্ত তাহার কোন চিহ্নই পরিলক্ষিত হইল না। অবশেষে আস্তে আস্তে অর্গল টানিয়া লওয়া হইল এবং সেই সঙ্গে লৌহ শৃঙ্খলের কর্কশ শব্দ উত্থিত হইল। অনন্তর বার্দ্ধক্যে, অর্দ্ধাশনে ও রোগে কুব্জীকৃত একটী দাসী আসিয়া দ্বার খুলিয়া দিল। এবং সে ভীতি-ব্যঞ্জক কম্পিতস্বরে পরিচারককে জিজ্ঞাসা করিল "ঐ কি সেই সম্ভ্রান্ত আত্মীয়?" পরিচারক "হাঁ" বলিয়া উত্তর করিল। লরেকার সেই জঘন্য গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিলেন। এবং তাঁহার প্রত্যাগমন কাল পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিতে অনুচরকে আদেশ করিয়া গেলেন।

বৃদ্ধা তখন দ্বারাদি অর্গল দ্বারা পুনর্ব্বার রুদ্ধ করিয়া লরেকারকে উদ্দেশ করিয়া কহিল, "মহাশয়! আপনাকে অন্ধকারেই উপরে যাইতে হইবে; কারণ যদি এক সময়ে একটীর অধিক বাতি জ্বালা হয়, তবে আমার প্রভুর মৃত্যু উপস্থিত হইবে।"

রেণল্ড অনুকরণ।

লরেকার একটু বিলম্ব করিয়া তাঁহার শ্যালকের গৃহকর্ত্রীকে দুই একটী প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিলেন। এই হতভাগিনী বৃদ্ধা এই বাটীর গৃহকর্ত্রীর কার্য্য করিত। গৃহকর্ত্রী কহিল "এক ঘণ্টা পূর্ব্বে প্রভুর হটাৎ কি পীড়া উপস্থিত হইয়াছে। যদিও তিনি রোগ যন্ত্রণায় শয্যাশায়ী হইয়াছেন বটে, কিন্তু কোনক্রমেই চিকিৎসক আনাইতে দিতেছেন না।"

তখন লরেকার কহিলেন "আমাকে তোমার প্রভুর গৃহে লইয়া চল।"

বৃদ্ধা সেইরূপ করিল এবং তমসাচ্ছন্ন একটী বিস্তৃত সোপান-পথে তাঁহাকে লইয়া চলিল। অবশেষে একটা স্থানে উপস্থিত হইল, সে স্থান হইতে দ্বারের ছিদ্র দিয়া অল্প অল্প আলোক নির্গত হইতেছে দেখা গেল। অনন্তর সেই গর্ব্বিত বৃদ্ধ দেখিলেন যে, শীর্ণ ও জরাজর্জ্জরিত কলেবর একজন স্থবির চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া আছেন। সেই গৃহটি দেখিতে অত্যন্ত অপরিষ্কৃত এবং তাহার একমাত্র অধিবাসী সেই বৃদ্ধ।

লরেকার অন্য সময়ে যেমন গর্ব্বব্যঞ্জক স্বরে কহিয়া থাকেন, সেইরূপভাবে কহিলেন, "ভ্রাতঃ! তোমাকে অসুস্থ দেখিয়া আমি অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। তোমার পরিচারিকা কহিতেছে যে, ইতিপূর্ব্বে তোমার একবার মূর্চ্ছা হইয়াছিল। যাহা হউক এক্ষণে বোধ হয় ডাক্তার রেবক্‌কে আনয়ন করিতে তোমার কোন আপত্তি হইবে না?"

এইরূপ একজন সম্ভ্রান্ত বিচক্ষণ চিকিৎসকের নাম উল্লেখ করিবামাত্র রোগীর সেই মৃতবৎ মূর্ত্তি আরও ভয়ানক হইয়া উঠিল। এবং তিনি বলিতে লাগিলেন "ডাক্তার রেবক্! ডাক্তার রেবক্!—হয় তুমি পাগল হইয়াছ না হয় আমাকে পাগল মনে করিতেছ। কে ডাক্তারকে এক গিনি—হাঁ, পূর্ণ এক গিনি করিয়া দর্শনী দিবে! আমার সমস্ত সম্পত্তি বিক্রয় করিলেও এক গিনিও হইবে না। আর ডাক্তারের প্রয়োজনও হইবে না—আমি কল্যই আরোগ্য হইয়া উঠিব—আমি নিজের চিকিৎসা নিজেই করিতে পারি—অনাহারেই আরোগ্য লাভ করিব। আমার বেশ আহার আছে।" গৃহকর্ত্রী লরেকার সমভিব্যাহারেই সেই গৃহে প্রবেশ করিয়াছিল। এবং সে শয্যা-পার্শ্বে উপবিষ্ট হইয়া অতি মৃদুস্বরে বলিল "প্রভুর কি কষ্ট!" অনন্তর স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু করিয়া বলিতে লাগিল

উঁহার খাদ্যেরই অভাব! উনি নিজেও কিছুমাত্র আহার করেন না! এবং আমাকেও অনাহারে মারিয়া ফেলিলেন!"

"মিথ্যাবাদিনি, দুরাচারিণি! তুই মিথ্যা কহিতেছিস।" অতি কর্কশ স্বরে বৃদ্ধ এই কথা বলিলেন এবং অতি কষ্টে শীর্ণ বাহুর উপর ভর দিয়া উঠিয়া বসিয়া পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "তুই কেবল খাইতেছিস— দিবা রাত্রি খাইতেছিস্—বাটীতে যে অপব্যয় হইতেছে তাহাতেই আমাকে বিনষ্ট করিল এবং তুই তাহা জানিতেছিস! তোকে খাইতে দিই না— কি সত্যবাদিনী?" এই কয়েকটী কথা বলিয়া বৃদ্ধ দন্তপংক্তি বাহির করতঃ যার-পর-নাই ক্লান্তভাবে উপাধানোপরি পতিত হইলেন।

লরাকার মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিলেন, "না, ইহা কখনই হইবে না। কৃপণকে এইরূপে মরিতে দেওয়া হইবে না" অনন্তর সেই স্ত্রী-লোকটীকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন,"তুমি যাও, শীঘ্র ডাক্তার রেবক্‌কে আনয়ন কর; আমি তাঁহার দর্শনী দিব।"

কৃপণ অতি কর্কশ শব্দে বলিতে লাগিলেন, "সিল্‌ভিয়া! আমি তোমাকে নিষেধ করিতেছি, ডাক্তার রেবক্‌কে ডাকিতে যাইও না তাঁহাকে আনিতে হইবে না—কারণ তিনি আসিয়াই আদেশ করিবেন 'যূষ চাই—দুগ্ধ চাই— মদিরা চাই—এমন কি গৃহ ওলট পালট করিয়া ফেলিবেন! আমার যূষাদি খরিদ করিবার অর্থ নাই। যদি একান্তই ডাক্তার আনিতে হয়, তবে সেই নাপিত ডাক্তার গোমেশকে আনয়ন কর। তাহাকে অধিক টাকা দিতে হইবে না। ডাক্তার গোমেশ অত্যন্ত জ্ঞানী এবং ধর্ম্মভীরু—সে আমার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিয়া লইয়া যাইবে না এবং ব্যয়সাধ্য মূল্যবান পথ্যাদিরও ব্যবস্থা করিবে না—সে ব্যক্তি দুই আনা পাইলেই আমার দেহের রক্ত মোক্ষণ করিয়া দিবে। শবের মুখের উপর প্রদীপের আলোক পতিত হইলে যেরূপ দেখায়, এই সকল বলিতে বলিতে কৃপণের মুখ-কান্তিও সেইরূপ হইয়া উঠিল। অনন্তর তিনি কহিলেন "আমি ভাবিয়া দেখিলাম গোমেশ ছয় আনা পাইলেই আমার শরীর হইতে তিনবার রক্ত নির্গত করিয়া দিবে। কেমন সিল্‌ভিয়া! শুনিলি তো? তাহার সহিত সেইরূপ বন্দোবস্ত করিয়া আসিস্।"

"হাঁ, তাহাই করিব" বলিয়া সিল্‌ভিয়া দ্বারদেশে চলিল; কিন্তু লরেকার

চুপি চুপি যাহা বলিলেন, সে তদনুসারে ডাক্তার রেবক্...

বৃদ্ধা বাটী হইতে প্রস্থান না করিতে করিতে কৃপণ ধীরে ধীরে বলিতে লাগিল, হতভাগিনী বৃদ্ধা আমার সর্ব্বনাশের ইচ্ছা করিতেছে; সে দুগ্ধাদি মূল্যবান খাদ্য ব্যবহার করিতে অনুরোধ করিতেছিল। কিন্তু ভাই লরেকার! তুমি ত জান, আমার সেরূপ সঙ্গতি নাই! আমি তত পীড়িত হই নাই—আমি যদি একাকী থাকিতে পারি এবং আমার দেহ হইতে যদি কিঞ্চিৎ রক্ত বাহির করিতে পারা যায়, তাহা হইলে অতি সত্বরই আরোগ্য লাভ করিতে পারিব।" রোগীর কথা শেষ হইলে লরেকার কহিলেন "ভ্রাতঃ আমি স্বয়ং চিকিৎসক নহি; কিন্তু, যেরূপ দেখিতেছি তাহাতে আমার নিশ্চিত বোধ হইতেছে, তুমি বাস্তবিকই ভয়ানক পীড়িত হইয়াছ এবং তোমাকে তাহা অবগত করাও আমার কর্ত্তব্য। সমধর্ম্মী ও আত্মীয় বলিয়া তোমাকে কহিতেছি, তুমি এই অন্তিমকালে তোমার অবস্থার বিষয় বিশেষরূপ চিন্তা কর এবং চরমকালের জন্য প্রস্তুত হও। সামান্য কৌতূহল বা অন্য কোন প্রকার অসৎ অভিপ্রায়ের বশবর্ত্তী হইয়া জিজ্ঞাসা করিতেছি না; আচ্ছা, তুমি কি ইচ্ছানুযায়ী তোমার বিষয়াদির কোন বন্দোবস্ত করিয়াছ—সম্পত্তি আদির কোন কি উইল করিয়াছ" ? আসন্ন মৃত্যু-শয্যাশায়ী রোগী এই কথা শুনিবামাত্রই মুখ ভয়ানক বিকৃত করতঃ চাৎকার করিয়া বলিয়া উঠিলেন "উইল পত্র! আমি উইল করিব কেন? আমার এমন কি আছে যে, উইল করিয়া যাব? তুমি কি ফাঁসি দিয়া আমার প্রাণ বাহির করিয়া লইতে চাও? তুমি কি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অর্থাৎ নাড়িয়া চাড়িয়া আমাকে বুঝিতে চাও?"

লরেকার রোগীর বাক্যে অত্যন্ত বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া চাবিবদ্ধ আলমারিগুলির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। রোগী তদ্দর্শনে কহিতে লাগিলেন "ও সকল দেরাজে কিছুই নাই! আছে বলিবার মত আমার কিছুই নাই! প্রাণাধিক পুত্রের জন্য কেবল দশ কুড়ি টাকামাত্র রাখিয়া চলিলাম। আমি যেমন, সেই যৎকিঞ্চিৎ লইয়া সংসার মাথায় করিয়াছিলাম, সেও সেইরূপ করিবে। কিন্তু উইল! না—না, আমি কোনক্রমেই উইল করিব না। কেন, টাকাগুলি উকীলদিগের উদরে নিক্ষেপ করিব? দেখ ভাই! উকীলগণ

যেন আমাকে লুঠে লইবার সুবিধা না পায়। আমি এখনই মরিতেছি না। শীঘ্র ভাল হইয়া উঠিব। আমি পূর্ব্বাপেক্ষা অনেক ভাল আছি এবং সবল বোধ করিতেছি।” মুমূর্ষু ব্যক্তি যদিও উত্তেজনা বশতঃ উঠিয়া বসিয়াছিলেন, কিন্তু পুনর্ব্বার হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্লান্তভাবে শয্যায় পতিত হইলেন।

লর্ড লরেকার রোগীর অবস্থা অবলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন, হায় পরমেশ্বর! এ যে মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিল দেখিতেছি। উইল না করিয়াই ইহসংসার ত্যাগ করিবে। তবে আমাকেও কিছু দিয়া গেল না!”

অনন্তর তিনি শয্যা উপরি নত হইয়া কৃপণের শীর্ণ ও শীতল হস্ত গ্রহণ পূর্ব্বক কহিতে লাগিলেন, “ভ্রাতঃ! তুমি এই অন্তিমকালে আমাকে কি কিছু বলিতে ইচ্ছা কর না? তোমার ভাল মন্দ হইলে প্রিয়তম রব্‌রায়ের প্রত্যাগমন পর্য্যন্ত আমার প্রতি কি কোন ভারার্পণ করিতে বাসনা কর না? স্মরণ কর, আমি তোমার পরমাত্মীয়; অতএব এখনও দেখ, যদি এমন কিছু থাকে, তবে আমি সে ভার গ্রহণ করিতে প্রস্তুত আছি।”

অতঃপর কৃপণ শায়িত অবস্থায় লরেকার মুখের উপর দৃষ্টি যোজনা করিয়া কহিলেন, “হাঁ, হাঁ, আছে! আমি পূর্ব্বে যেরূপ ভাবিয়াছিলাম, এক্ষণে তদপেক্ষা অবস্থা মন্দ দেখিতেছি। বিশেষতঃ পীড়িতাবস্থায় অধিক দিন বাঁচিয়া থাকিয়া খরচান্ত করা অপেক্ষা আমার শীঘ্র ইহসংসার ত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। কারণ এরূপ অবস্থায় বাঁচিয়া থাকিলে আমার সর্ব্বনাশ হইবে! তুমি একটু নিকটে এস—বড় করিয়া বলিতে আমার কষ্ট হইতেছে।” এই কয়েকটী কথা বলিয়া কৃপণ লরেকার বাম হস্ত ধারণ পূর্ব্বক স্বীয় ললাটোপরি স্থাপন করিলেন। দক্ষিণ হস্ত অসাড়ভাবে পতিত রহিল। অনন্তর সমাগত আত্মীয়কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন, “আরও একটু নত হও; তবেই বেশ শুনিতে পাইবে। তুমি চিরদিনই আমার প্রতি সদয় ও সসম্মান ব্যবহার করিয়া আসিতেছ—অতএব তোমায় অদেয় আমার কিছুই নাই—তোমাকে আমি যাহা দিতে পারি, তৎসমুদায় দিতেছি—এই আমার আশীর্ব্বাদ লও! তুমি চমকিত হইতেছ কেন? আমার জন্য কিছুমাত্র দুঃখিত হইও না—ভিক্ষুক হইয়া দ্বারে দ্বারে ভ্রমণ করা অপেক্ষা আমার মৃত্যুই

মঙ্গল। কারণ আর কিছু দিন এরূপ অবস্থায় পড়িয়া থাকিলে আমার ভিক্ষুকের অবস্থা ঘটিয়া উঠিবে। কিন্তু ভাই! শুন; আমার একটী অনুরোধ আছে,—সেটী তুমি রক্ষা করিবে।" এইমাত্র বলিয়া কৃপণ স্বীয় বাম হস্ত দ্বারা লরেকার পিরাণ দেখাইয়া কহিলেন, "দেখ—ইটী নূতন, আজ প্রাতে পরিধান করিয়াছি। কিন্তু যদি আমার মৃত্যু হয়, তবে শববাহী ইহা তাহার প্রাপ্য বলিয়া দাওয়া করিবে।" অতঃপর আরও মৃদুভাবে বলিতে লাগিলেন, "প্রিয় সুহৃদ্! এস, বৃদ্ধা সিল্‌ভিয়ার অযথা লালসা অপূর্ণ করিবার উপায় করি! ঐ তোমার পৃষ্ঠের দিকে উপরের দ্রিরাজে আমার পুরাতন পিরাণটী আছে, যদিও উহা ছিঁড়িয়া তন্ন তন্ন হইয়া গিয়াছে বটে; কিন্তু আমাকে বাহির করিবার সময় উহা পরা থাকিলে কোন দোষ ঘটিবে না। উটি লইয়া আইস এবং আমাকে পরাইয়া দাও। আর সিল্‌ভিয়া ডাক্তার আনিবার পূর্ব্বে এই নূতনটী লুকাইয়া রাখ।"

বৃদ্ধ এই বলিয়া অত্যন্ত শ্রান্তি নিবন্ধন চক্ষু মুদ্রিত করিলেন। লরেকার তাঁহার এইরূপ ব্যবহারে যে প্রকার বিরক্তি ও ঘৃণার সহিত শয্যার অপর পার্শ্বে সরিয়া গিয়া যাহা বলিলেন তাহা বর্ণনাতীত! বাস্তবিক একাল পর্য্যন্ত তাঁহার বংশ গৌরব-পূর্ণ মুখে এরূপ অশান্তির ভাব কখনও পরিলক্ষিত হয় নাই। এমন কি তিনি হতভাগ্য কৃপণকে গৃহ মধ্যে একাকী রাখিয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবার চিন্তা করিতে লাগিলেন। কারণ যখন সেই স্বার্থপর লর্ড মহোদয় দেখিলেন যে, তাঁহার আত্মীয় কোন প্রকার উইল পত্র করেন নাই, তখন তাঁহার লাভের আশা একেবারে বিনষ্ট হইয়া গেল। যথার্থই তিনি ফিরিয়া শকটের নিকট আসিবার উপক্রম করিতেছিলেন। এমন সময় অতি ক্ষীণ স্বরে রোগী তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিলেন।

রোগী চক্ষু উন্মীলিত করিয়া অত্যন্ত ভয়ানক দৃশ্যে যার-পর-নাই কষ্টের সহিত কহিলেন, "প্রিয় লরেকার! আঃ—আমি চলিলাম! রব্‌রাইকে আনিতে লোক পাঠাও—সে লিয়নে আছে—তথাকার ধর্ম্মোপদেশক হেমিংসের নিকট আমার কিছু টাকা পাওনা আছে—রব্ তাহার নিকট গিয়াছে। ঈশ্বরের নিকটে প্রার্থনা করি, রব্ যেন টাকাগুলি পায়; উহা না পাইলে হতভাগ্য পুত্রের দশা কি হইবে। তাহাকে মিতব্যয়ী হইতে বলিও—অতিরিক্ত ব্যয়ের

অভ্যাস যেন ত্যাগ করে—সতর্ক হইয়া অর্থাৎ বিশেষরূপে দেখিয়া শুনিয়া যেন লোককে টাকা কর্জ্জ দেয়—আর শতকরা যেন ষাইট টাকা সুদের কমে টাকা ধার না দেয়। তাহাকে বলিও—ওঃ! আমি আর কথা কহিতে পারিতেছি না—তুমি বাতি নির্ব্বাণ করিয়া দিতেছ কেন? আহা, এক্ষণে জ্বলন্ত দেখিতেছি আবার নির্ব্বাণ হইতেছে! বাতিটী ওরূপভাবে নাড়িও চাড়িও না—তাহাতে উহা ক্ষয় হইয়া যাইবে। তুমি কোথায়? নিকটে এস,—দেখি—তোমার হাত কই—তুমি কাঁপিতেছ কেন? না, না আমার হাতই কাঁপিতেছে—আমার শীঘ্রই মৃত্যু হইবে। লরেকার প্রিয় বন্ধু—আর একটী কথা—দেখ ভাই! রব্‌কে তোমার পুত্রের সহিত মিশিতে দিও না—কারণ সে অত্যন্ত অশিষ্ট। উঃ! মাথার ভিতর অকস্মাৎ কি ভয়ানক যন্ত্রণা অনুভব করিতেছি—আমার চক্ষু দিয়া আগুন বাহির হইতেছে—ঘরে একটীর অধিক বাতি জ্বলিতেছে—কেন? তুমি এরূপ অপব্যয় হইতে দিতেছ? আমার সর্ব্বনাশ হইবে যে! হায়! জগদীশ্বর আমি মরিলাম! কিন্তু লরেকার! দেখ—দেখ এই গির্জার শাসনান্তর্গত লোকেরা আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার খরচ দিবে।"

মৃত্যু যন্ত্রণার ছট্‌ফটানিতে আর কথা বাহির হইল না এবং মুহূর্ত্ত মধ্যেই হতভাগ্য জীবন ত্যাগ করিল।

এদিকে বৃদ্ধা গৃহকর্ত্রী ডাক্তার রেবক্‌কে লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু ডাক্তার বিস্তর চেষ্টা করিয়া দেখিলেন তাঁহাকে জীবিত করা মনুষ্যের আয়ত্তাধীন নহে।

অনন্তর লর্ড লরেকার গৃহকর্ত্রীকে কহিলেন, "কল্য প্রাতে আমার প্রধান কর্ম্মচারী উপস্থিত হইয়া অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ব্যবস্থা করিয়া দিবে। আমার বংশের সহিত যখন তোমার প্রভুর ঘনিষ্ট সম্বন্ধ তখন যথাযোগ্য নিয়মে তাঁহাকে কবরস্থ করা হইবে। কিন্তু রব্‌রাই যত দিন না প্রত্যাবর্ত্তন করে, ততদিন সৎকার করা হইবে না। যাহা হউক কল্যই তাহাকে আনিতে দূত প্রেরণ করিব।"

অনন্তর ডাক্তার রেবকের সহিত লরেকার নিম্নে নামিলেন এবং মৃত ব্যক্তির গৃহের দ্বারদেশ হইতে উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন দিকে গমন করিলেন।

বৃদ্ধ লর্ড যানারোহণে এক ঘণ্টার মধ্যে স্বীয় ভবনে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু অনুপস্থিতির এই ঘটনা কাল মধ্যে তাঁহার স্বার্থ পূর্ণ নির্ম্মম হৃদয়ে যে সকল চিন্তা উদয় হইয়াছিল তাহা তিনি ইতিপূর্ব্বে আর কথনও অনুভব করেন নাই।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

উত্তরাধিকারিণী—প্রেমেতে আত্মোৎসর্গ !

পাঠকগণ! মনে করুন কৃপণের মৃত্যুর পর দশ দিবস অতিবাহিত হইয়াছে; তাঁহার মৃত দেহও সমাধিগত করা হইয়াছে। কারণ যে সময়ের কথা লিখিত হইতেছে, তৎকালে পথাদির এরূপ দুরবস্থা যে, শোকাতুর রব্রায়ের পারিস নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেই দশ দিবস লাগিয়াছিল। পিতার মৃত্যুতে যুবক যদিও শোক চিহ্ন ধারণ করিযাছিলেন সত্য বটে, কিন্তু মৃত দেহ কববস্থ কবিবার সময একখানি পবিস্কৃত শ্বেতবর্ণের রুমাল দ্বারা মুখমণ্ডল আবৃত করিয়াছিলেন এবং তাঁহার নয়ন দ্বয় হইতে দুই এক বিন্দু অশ্রুপাতও হইয়াছিল। এই নিদারুণ শোকের সময় যুবকের অন্তঃকরণে যে দৃশ্য দেখাগিয়াছিল তাহা অতি অল্পক্ষণমাত্র পরিলক্ষিত হয়।

বৃদ্ধ জীবিতাবস্থায় পুত্রেব প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি সন্তানের নিকট অনুরাগ-ভাজন হইতে পারেন নাই। পিতার ব্যয়কুণ্ঠতা এরূপ নীরস ও কঠোর ছিল যে, যাহারা দুর্ভাগ্যতা বশতঃ তাঁহার অধীনে বাস করিত তাহারাও তাঁহাকে সাতিশয় ঘৃণা করিত। রব্রাইকে যদিও কলেজে ভর্ত্তি করা হইয়াছিল, কিন্তু সকল সময় তাঁহার আবশ্যকীয় ব্যয় নির্ব্বাহের ব্যবস্থা করা হইত না। সুতরাং অনেক সময়ে ন্যায্য ব্যয় অভাবে বন্ধু বান্ধবগণের মধ্যে তাঁহাকে অত্যন্ত লজ্জা পাইতে

হইত। এতদ্ভিন্ন রব্‌রাই যখন তাঁহার ভ্রাতা (পিসতুত) লর্ড ডারমথের সঙ্গী হইতেন, তখন তিনি ব্যয় অভাবে ভ্রাতার ন্যায় স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতে পারিতেন না এবং অনেক সময় ভ্রাতার অনুগ্রহের উপর নির্ভর করিতে হইত বলিয়া যার-পর-নাই লজ্জিত হইতেন। এরূপ অন্যায় ব্যবহারে রব্‌রাই যে, পিতার প্রতি ভক্তি-শূন্য হইবেন তাহা আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে। রব্‌রাই মনে করিতেন, তাঁহার পিতাই তাঁহার পরম শত্রু এবং তাঁহাকে এরূপ লজ্জা দেওয়ার মূলাধার। কারণ বৃদ্ধ পিতাই তাঁহাকে নানা প্রকার লজ্জা-কর অবস্থায় পাতিত করিতেন এবং তাহা হইতে বিমুক্ত করিতে স্বীকৃত হইতেন না। সুতরাং রব্‌রাই সততই মনে মনে চিন্তা করিতেন, তিনি যে মুহূর্ত্তে পিতার প্রভূত ধনের অধিকারী হইবেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই নানাবিধ আমোদ প্রমোদে সেই সঞ্চিত ধন-রাশি ব্যয় করিয়া পিতার নিষ্ঠুরতার পরিশোধ লইবেন। আজ তাঁহার সেই চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবার শুভ দিন উপস্থিত! বিগত কল্য সায়ংকালে তাঁহার পিতার মৃত-দেহ সমাহিত করা হইয়াছে। সুতরাং শোক চিহ্ন ধারণ করিবার কোন আবশ্যকতা নাই। রব্ দেখিলেন তিনি এককালে প্রভূত সম্পত্তির অধিকারী হইয়াছেন। কিন্তু সেই ধন-রাশির পরিমাণ কত তাহা এখনও নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। কারণ তিনি নিজ ব্যয় নির্ব্বাহার্থে সামান্য অর্থ পাইতেন, প্রচুর অর্থের মুখ দর্শন তাঁহার ভাগ্যে এপর্য্যন্ত ঘটে নাই। এক্ষণে পিতৃত্যক্ত অর্থ-রাশির পরিমাণ কত তাহা জানিবার জন্য যুবক অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। মৃত কৃপণ যদিও জীবিতাবস্থায় মধ্যে মধ্যে অর্থের পরিমাণ স্থির করিতেন, কিন্তু তাঁহার উদ্দেশ্য অন্যরূপ ছিল; তিনি ধনবৃদ্ধির প্রতি সততই দৃষ্টি রাখিতেন।

যে দিন বৃদ্ধের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন হইয়াছিল, তাহার পরদিনই রব্‌রায়ের ভবনে অত্যন্ত গোলযোগ, ব্যস্ততা এবং সমারোহ আরম্ভ হইল। বহুকাল হইতে যে সকল গবাক্ষ ও দ্বারাদি উন্মুক্ত করা হয় নাই, তদসমুদায় উন্মোচিত হইতে লাগিল। এবং ধূলিপূর্ণ কক্ষ মধ্যে বহুকাল পরে সূর্য্যালোক প্রবেশ করিতে অবসর পাইল। ইতিপূর্ব্বে যদিও গবাক্ষাদির

ছিদ্র-পথে সূর্য্যালোকাদি প্রবেশ করিয়াছে কিন্তু তাহা অতি গোপন-ভাবে? আলমারি ভাঙ্গিয়াও বাক্স খুলিয়া ফেলা হইয়াছিল এবং ঐ সকলের ভিতর যে সকল দলীল পত্র, অর্থ, স্বর্ণ রৌপ্য দেখা যাইতেছিল, তৎসমুদায় মৃত কৃপণের লিখিত তালিকার সহিত মিলাইয়া দেখিবার নিমিত্ত নিম্নতলের একটী প্রশস্ত প্রকোষ্টে অনীত হইতে লাগিল। বৃদ্ধের মৃত-দেহ কবরস্থ হইবার পূর্ব্বে এই গৃহে শবাধার রক্ষিত হইয়াছিল। সুতরাং গৃহ প্রাচীর সমূহ কৃষ্ণবর্ণ বস্ত্র দ্বারা আচ্ছাদিত করা হইয়াছিল। কিন্তু যুবক প্রথমেই তদ্‌সমুদায় খুলিয়া ফেলিতে আদেশ করিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই সূত্রধরগণ বস্ত্রাদি খুলিতে যেমন কার্ণিসে আঘাত করিতেছিল, অমনি তন্মধ্যে রাশি রাশি স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যাইতে লাগিল। এইরূপে হতভাগ্য কৃপণের সমুদায় লুক্কায়িত ধনসমূহ বাহির হইয়া রবের উপভোগের নিমিত্ত সঞ্চিত হইল! এখন যুবক, সুচতুর আইন ব্যবসায়ী উকীল লইয়া মৃত ব্যক্তির বিষয় কত তাহা স্থির করিতে নিমগ্ন হইলেন। রবরাই তাঁহার পিতৃধনের তালিকার সহিত মিল করিয়া দলীল্ পত্র বুঝিয়া লইবার নিমিত্ত এই ব্যবহারজীবকে ডাকিয়া আনিয়াছিলেন।

প্রাতঃকালে অতিশয় শীত পড়িতেছিল; বিশেষতঃ সে গৃহটী অত্যন্ত আর্দ্র। গৃহস্থিত, যে অগ্নিকুণ্ডের ঝাঝরি হইতে বহুকাল অগ্নিশিখা উত্থিত হয় নাই, অদ্য তাহাতে অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিবার নিমিত্ত বৃদ্ধা সিল্‌ভিয়া কতকগুলি কাষ্ঠ লইয়া উপস্থিত হইল। কিন্তু বৃদ্ধ জীবিত থাকিলে এই কাষ্ঠে সিল্‌ভিয়াকে শীতকালের একমাস চালাইতে কহিতেন। অন্য সময় হইলে তাহাকে উহা স্পর্শও করিতে দিতেন না! এক্ষণে তিনি ইহসংসারে নাই; তাঁহার পুত্র সিল্‌ভিয়ার নূতন প্রভু হইয়াছেন; কিন্তু বহুকাল হইতে কৃপণের অধীনে অবস্থিতি করিয়া সিল্‌ভিয়ার এরূপ স্বভাব হইয়াছে যে, সে কাষ্ঠভার লইয়া গৃহে প্রবেশ করিবার সময় যেন কোন গর্হিত কার্য্য করিতেছে এরূপভাবে কাঁপিতে লাগিল! বাস্তবিক সে যেমন কাষ্ঠভার লইয়া গৃহের দ্বারে উপস্থিত হইল, অমনি গৃহ-প্রাচীরে মৃত প্রভুর লম্বিত চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তি দর্শন করিয়াই চমকিত হইয়া উঠিল! কারণ তিনি জীবিত থাকিলে কখনই তাহাকে এতগুলি কাষ্ঠ আনিতে কিম্বা জ্বালাইতে

দিতেন না। কৃপণ প্রাতঃকালীন পরিচ্ছদ পরিধান করতঃ যেরূপভাবে উপবেশন করিয়া তাঁহার অর্থরাশি পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, সেইভাবে চিত্রপট চিত্রিত হইয়াছিল। ইহাই একমাত্র আশ্চর্য্যের বিষয় যে, চিত্রকরকে তাঁহার বৃদ্ধাবস্থার চিত্র করিতে বলিয়াছিলেন কিন্তু সে যাহাই হউক, কৃপণতাই তাঁহার একমাত্র গৌরব ছিল। দেওয়ালের গায়ে তাঁহার ছড়ি হেলান দেওয়া ছিল। বৃদ্ধার দৃষ্টি যখন তাহার স্বর্গীয় প্রভুর এই সকল স্মরণচিহ্নের উপর পতিত হইল, তখন তাহার চক্ষে জল আসিল—কারণ যদিও তাহাকে অত্যন্ত কঠিন প্রকৃতির প্রভুর সেবা করিতে হইত কিন্তু বৃদ্ধার অন্তঃকরণ সম্পূর্ণ কঠিন ছিল না।

মৃত ব্যক্তি যে অতিশয় অর্থলোলুপ ও কৃপণ ছিলেন, গৃহস্থিত দ্রব্য সমূহ লক্ষ্য করিলে তাহা সহজেই প্রতীত হইতেছিল। উপরের আলমারি ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যে কতকগুলি শূল্য ও ভর্জ্জিত মাংসখণ্ড পাওয়া গেল। বৃদ্ধের সহধর্ম্মিণী রব্ ভূমিষ্ঠ হইবার সময় জীবন ত্যাগ করেন। সেই সময় হইতে বৃদ্ধ আর অতিথিসৎকার করেন নাই; সুতরাং ঐ সময় হইতে মাংসাদি আর বাহির করা হয় নাই! আলমারির নিম্নে একটী বাক্সে কতকগুলি বেশ বিন্যাসোপযোগী দ্রব্য ও কতকগুলি পাক-পত্র বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। মৃত্যুর কিয়দ্দিবস পূর্ব্বে কৃপণ একখানি ধর্ম্মপুস্তকের পৃষ্ঠস্থ চর্ম্মের আবরণ খুলিয়া তাঁহার বিনামার তলদেশে লাগাইয়া লইয়াছিলেন! কুমার ডারমথ্ যে বলিয়াছিলেন "অর্থই তাঁহার পক্ষে ঈশ্বর" তাহা যথার্থই। বাস্তবিক তিনি অর্থের জন্য স্বীয় দেবতাকেও বিক্রয় করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না!

যে সকল সিন্ধুকে ডবল তালা লাগান ছিল, সে সমুদায় তালা ভাঙ্গিয়া তন্মধ্যস্থ মূল্যবান দ্রব্য সমূহ পরীক্ষা করা হইল। একটী বাক্সের মধ্যস্থ দ্রব্য দেখিয়াই যুবক তাঁহার দীর্ঘকালের আমোদ আহ্লাদের কল্পনা কার্য্যে পরিণত করিতে পারিবেন তাহা স্থির বুঝিয়া আহ্লাদে নাচিয়া উঠিলেন। এই বাক্সে বৃহদাকারের স্বর্ণ রৌপ্যের পাত্র ব্যতীত অনেকগুলি স্বর্ণমুদ্রাপূর্ণ থলিয়া ছিল! যুবক ও উকীল অর্থ ভাণ্ডার পরীক্ষা করিয়া পরিশেষে দলীল পত্রাদি দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু অধিকাংশ দলীলেই টাকার সুদের পরিমাণ অধিক এবং বিশ্বস্ত প্রতিভূর কথা

লিখিত ছিল। এই সকল দর্শনে রব্‌রায়ের প্রফুল্ল বদনে যেরূপ আনন্দের চিহ্ন লক্ষিত হইতেছিল তাহা বর্ণনাতীত। ব্যবহারজীবেরও কর্কশ, দুষ্টভাবাপন্ন আননে হাসি দেখা দিল, কিন্তু সে হাসির অর্থ যুবকের নিকট হইতে বহুল পরিমাণে অর্থ গ্রহণ করিবেন। অধিক কি নিকটবর্ত্তী অর্দ্ধাশনে শীর্ণ বিড়ালটীও চতুর্দ্দিকের দৃশ্য দেখিয়া আনন্দে মিউ মিউ শব্দ করিতেছিল।

গৃহ মধ্যে এইরূপ অভিনয় হইতেছে, এমন সময় দ্বারে একটী আঘাতের শব্দ শ্রুত হইল এবং অনতিবিলম্বে জনৈক দর্জ্জী আসিয়া উপস্থিত হইল। সে দর্জ্জিপাটি হইতে রবের গায়ের মাপ লইতে আসিয়াছে। সুদৃশ্য ও জাঁকাল পরিচ্ছদ প্রস্তুত করিতে যতই কেন ব্যয় হউক না তাহাকে সেইরূপ করিতে আদেশ দেওয়া হইল। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এরূপ আদেশে স্বর্গীয় কৃপণের চিত্রখানি পুনর্জ্জীবিত হইয়া উঠিল না? রবের পদতলে কি তাঁহার মৃত পিতার দৈনন্দিন কার্য্য-বিবরণী পুস্তকখানি পতিত ছিল না এবং তাহাতে কি এই কথা কয়েটী লিখিতছিল না— "৫ই চৈত্র আমার আট অনা মূল্যের অঙ্গাবরণটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে বলিয়া ছাড়িয়া রাখিলাম।"

দর্জ্জী মাপ লইতেছে এবং উকীল কাগজ পত্র লইয়া ব্যস্ত আছেন, এমন সময়ে হটাৎ দ্বার খুলিয়া দুইটী স্ত্রীলোক সেই গৃহে প্রবেশ করিল। তাহাদিগকে দেখিয়াই বোধ হইল উহারা নিম্ন শ্রেণীর লোক কিন্তু তাহাদিগের পরিচ্ছদ বিশেষতঃ বয়ঃ কনিষ্ঠার বসনাদি অতি পরিপাটী ও সভ্যতা ব্যঞ্জক। স্ত্রীলোক দুইটীর মধ্যে একটীর বয়ঃক্রম আনুমানিক চল্লিশ বৎসর; সে দেখিতে বেশ বলশালিনী এবং তাহাকে দেখিলেই অতীব কলহ-প্রিয়া বলিয়া বোধ হয়। দ্বিতীয়টী ঊনবিংশতি কিম্বা বিংশ বৎসরের হইবে। তাহার মুখখানি কিঞ্চিৎ বিমর্ষ কিম্বা কোনরূপ মানসিক সন্দেহ-জনিত কষ্টের অধীন; কিন্তু তথাপি কে বলিতে পারে যে, তাহার সেই আশা ও ভয় বিমিশ্রিত বদনে কোমলতা ও প্রকৃত সৌন্দর্য্যের অভাব? এই কোমলতাময়ীর অন্তঃকরণ কতাধিক সন্দেহে দোদুল্যমান হইতে পারে। এক্ষণে হয় তাহার জীবনের প্রধানতম আশার

পরিপূরণ হইবে না হয় চিরজীবনের নিমিত্ত তাহা ললাটে কলঙ্ক রেখা অঙ্কিত রহিবে! কারণ যুবতীর অদ্যাপি বিবাহ হয় নাই, কিন্তু তিনি গর্ব্ভবতী!

যুবতীর হৃদয় তাহাকে ,যাহা বলিতেছিল, সে যদি তাহার বশবর্ত্তিনী হইয়া কার্য্য করিত, তবে সে এতক্ষণ ছুটিয়া গিয়া যুবককে দৃঢ় আলিঙ্গন করিত। কারণ কুমারী উদরে যে ভ্রূণ বহন করিতেছিল, এই যুবকই তাহার জন্মদাতা। কিন্তু একটী অশুভ আশঙ্কা সহসা যুবতীর মনে উদিত হইয়া তাহাকে নিথর করিয়া ফেলিল। যিনি তাহার সতীত্ব অপহরণ করিয়াছেন, তিনি হটাৎ তাহাকে দেখিয়াই চমকিত হইয়া উঠিয়াছিলেন, সুতরাং যুবকের বদনে বিশ্বাশঘাতকতা বশতঃ লজ্জাব চিহ্ন প্রকাশ পাইয়াছিল বলিয়াই সুন্দরী বজ্রাহতার ন্যায় এক স্থানে দণ্ডায়মানা ছিল। কুমারী একখানি কেদাবার পৃষ্ঠে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া রবের প্রতি এরূপ শোকার্ত্ত, সকরুণ ও নিরাশা পূর্ণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন যে, যুবকের হৃদয়ে শেল বিদ্ধ হইল। রব্ যুবতীর সহিত কতদিন আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছেন এবং বালিকাও যুবককে এত ভাল বাসিত যে, তাঁহার সুখের জন্য স্বীয় সতীত্ব পর্য্যন্তও বিসর্জ্জন দিয়াছে! এই সকল পূর্ব্ব কথা যখন রবের মনে হইতে লাগিল, তখন যে কিরূপ যন্ত্রণা ভোগ করিতে লাগিলেন তাহা তিনিই জানেন; কিন্তু যুবক সম্ভ্রান্ত সম্প্রদাযে মিশিবেন কল্পনা করিয়াছিলেন এবং কোন উচ্চ বংশীয়া ধনশালিনী মহিলার পাণি গ্রহণে উদ্যত হইবেন। সুতরাং যে দরিদ্র নিম্নশ্রেণী-জাতা বালিকার কুল পাঠদ্দশাতে নষ্ট করিয়াছিলেন, এখন তাহাকে আর কি আশা দিবেন?

বয়ঃজ্যেষ্ঠা স্ত্রীলোকটী কনিষ্ঠার গর্ব্ভধারিণী। কনিষ্ঠার নাম সারা। মাতা কন্যাকে সম্বোধন পূর্ব্বক কহিলেন "সর! যিনি অতঃপর তোমার পতি হইবেন, তাঁহাকে তুমি কেন আলিঙ্গন করিতেছ না?" অনন্তর রব্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন "রব্! সম্প্রতি পিতৃবিয়োগ হেতু তোমার গুরুতর শোক হইয়াছে। অতএব এরূপ সময়ে আসিয়াছি বলিয়া কিছু মনে করিও না কিন্তু তুমি জান, হতভাগিনী সারা তোমাকে কত ভাল বাসিয়া থাকে?"

মাতার মুখ হইতে এই কথাগুলি বাহির হইতেছে শুনিয়া যুবতী দুঃখে চক্ষুর জল নিবারণ করিতে অক্ষম হইল। কারণ সারা বেশ বুঝিয়াছিল যে, তাহার আর কোন আশা নাই। যে সকল রমণী অন্যকে ভাল বাসে, তাহারা স্বতঃই জানিতে পারে, যাহাকে ভাল বাসিতেছে, সে তাহাকে কিরূপ প্রতিদান করিতেছে! মাতা কন্যার অবস্থা দর্শন করিয়া আশ্চর্য্যভাবে কহিলেন "এই নির্ব্বোধ বালিকা কি মনে ভাবিতেছে? তাহার এমন সৌভাগ্যের উদয় হইছে বলিয়া কি অশ্রু বর্ষণ করিতেছে?"

সারার অন্তঃকরণ দুঃখভারে ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল; সে মাতার দিকে ফিরিয়া উন্মত্তার ন্যায় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কহিতে লাগিল "মা, মা, তুমি কি দেখিতেছ না, আমাদের আগমন এখানে প্রীতি-কর হয় নাই?" মাতা বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন "স্থির হওনা, বাছা! তুই বিনা কারণে ভীত হইতেছিস কেন!" অনন্তর রব্‌কে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন "রব্! তুমি দুই এক মুহূর্ত্তের নিমিত্ত আমাদের সহিত গৃহান্তরে যাবে কি?"

যুবক একাকী সেই দুইটী স্ত্রীলোকের সহিত গৃহান্তরে যাইতে ভয় পাইতেছিলেন; কারণ পাছে একের ভয়ানক উগ্র স্বভাব ও অপরের কোমল স্নেহের বশীভূত হইয়া মূর্খের ন্যায় সহসা কোন কার্য্য করিয়া বসেন। সুতরাং, তিনি বাধ্য হইয়া অপ্রতিভের ন্যায় বলিলেন "আচ্ছা,—তা বেশ—কিন্তু দেখুন আমি এক্ষণে বড় ব্যস্ত আছি——"

যুবকের এই তাচ্ছিল্যভাব দর্শনে সারা কহিতে লাগিল "মা! তুমি চলে এস; আমি সব সহিতে পারি, কিন্তু উহাঁর এরূপ ব্যবহার সহ্য করিতে পারিতেছি না!"

তখন মাতা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া বিকৃতস্বরে বলিতে লাগিলেন "রব্! আমি ইহাতে কি বুঝিব? এই সকল পত্রে তুমি যে সকল শপথ করিয়াছিলে সে সমুদায় কি ভঙ্গ করিতে চাও?" এই বলিতে বলিতে যুবকের লিখিত প্রেম-পত্রগুলি বাহির করিতে লাগিলেন। এবং বলিয়া উঠিলেন "ওঃ! তুমি এত বিবর্ণ হইয়া যাইতেছ যে!—তুমি কি উত্তর দিবে তাহা কি স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছ না? পাজি—তুই আমার কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট

করিয়া এখন তাহার প্রতি ন্যায্য ব্যবহার করিতে চাহ না ?” রব্ কহিলেন “আপনি সকলের সাক্ষাতে আপনার গুপ্ত কথা প্রকাশ করিতেছেন, ইহা ভাল নহে। আপনি হয় আগামী কল্য নতুবা পরশ্ব আসিবেন, দেখিব, যদি কোন রকম কিছু করিতে পারি।”

সাবা অতি মৃদুস্বরে কহিলেন “যদি কোন রকম কিছু করিতে পারি! উঃ! মাতঃ! তোমাকে অনুনয় করিতেছি, তুমি চলিয়া আইস; এখানে থাকার আর কোন আবশ্যকতা নাই।” এই বলিয়া যুবতী তৎক্ষণাৎ বাহিরে আসিবার নিমিত্ত দ্বারাভিমুখে যাইতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু মাতা কন্যাকে নিবৃত্ত করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন “নিবৃত্ত হও;—নির্ব্বোধ বালিকা! আমাদিগকে কি এইরূপে পদদলিত করিবে? এই সকল পত্রে উহার যে সকল শপথ ও অঙ্গীকার আছে, তদসমুদায় ভঙ্গ করিলে উহার অখ্যাতির সীমাও থাকিবে না।” অনন্তর সেই উগ্রমূর্ত্তি স্ত্রীলোক এক এক করিয়া সমস্ত পত্রগুলি রবের সমক্ষে খুলিয়া ধরিলেন এবং তদ্দারা সেইগুলি তাঁহার নিজের হাতের লেখা কি না ইহাই যেন তাঁহাকে দেখাইয়া বলিতে লাগিলেন “এই দেখ, আর নয়—পড় এবং যদি ভুলিয়া থাক, তবে স্মরণ করিয়া লও!” রব্ কহিলেন “চিঠিগুলি যে আমার হাতের লেখা নয় তাহা ত আমি অস্বীকার করিতেছি না। তবে সে সময় আমার মাথার ঠিক ছিল না;—তখন আমি অজ্ঞান ও মূর্খ ছিলাম! আপনিই বুঝিয়া দেখুন, সে সময় আমার তত বিবেক থাকিতে পারে কি না?”

যে ব্যক্তি ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছে তাহার মুখ হইতে এরূপ নিষ্ঠুর ও অবজ্ঞা-সূচক বাক্য শুনিয়া সারার হৃদয় যেন বিদীর্ণ হইয়া গেল এবং মাতাকে উদ্দেশ করিয়া বলিলেন “মা! তোমার পায়ে ধরি, চলিয়া আইস।” অনন্তর রবের দিকে ফিরিয়া—দুঃখে রুদ্ধ শ্বাস হইয়া কহিতে লাগিলেন “আপনি অবিচ্ছিন্ন ভালবাসার চিহ্নস্বরূপ যে অঙ্গুরিটী আমাকে দিয়াছিলেন তাহা পুনঃ গ্রহণ করুন—আপনার স্নেহের প্রতিভূ পুনর্ব্বার লউন;—আপনি অচিরে মানসিক শান্তি লাভ করুন এবং আমার যে সৎনাম আপনি বিনষ্ট করিয়াছেন, আপনার সেই নাম অক্ষুণ্ণ থাকুক। আমি রাগের সহিত কিছু বলিতেছি না—উঃ! না—না! আপনার প্রতি কোন প্রকার শত্রুতাচরণ!

তাহা মনেও স্থান দিতে পারি না! এখন কিছুই বলা যায় না—কিন্তু এমন দিন আসিতে পারে;—যখন এ হতভাগিনী আপনার জন্য জীবন দিতেও পরাঙ্মুখ হইবে না, এবং এই দুর্ভাগিনীর কথা ভাবিয়া আপনি দুঃখিত ও অনুতপ্ত হইবেন।”

সারা এই কথাগুলি এরূপ সরলভাবে কহিলেন যে, তাহা অত্যন্ত দুঃখ-ব্যঞ্জক হইয়া উঠিল। এবং তিনি যাঁহাকে এত ভালবাসিতেন, ভালবাসার প্রতিজ্ঞা হইতে মুক্তি দান করিবার সময় পাছে, তাঁহার সেই মুখখানি আবার দেখিতে হয়, এই ভয়ে অপরদিকে মাথা ফিরাইয়া অঙ্গুরিটী দিতে গেলেন।

“না—দরিদ্র কি ধনী সকলেরই নিমিত্ত আইন আছে—দুরাত্মার বিশ্বাস-ঘাতকতার চিহ্নগুলি রাখিতে হইবে।” এই বলিয়া বর্ষীয়সী কন্যার হাত টানিয়া লইলেন এবং নত হইয়া ক্ষিপ্রহস্তে মেজের উপরে বিক্ষিপ্ত পত্রগুলি কুড়াইয়া লইলেন। তদনন্তর অঙ্গাবরণ মধ্যে নিরাপদ স্থানে সেগুলি রাখিয়া বলিলেন “রব্! আমার কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া এক্ষণে তাহার সহিত যেরূপ বিশ্বাসঘাতকতা করিলে তজ্জন্য নিশ্চয়ই তোমাকে অনুতাপ করিতে হইবে! মনুষ্যের এবং স্বর্গের প্রতিহিংসা তোমার উপর পতিত হইবে। আমরা দরিদ্র ছিলাম সত্য বটে; কিন্তু তুমি আমাদের সামান্য কুটীর অন্বেষণ করিয়া তথায় গমনাগমন আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে আমরা সৎ ছিলাম; কিন্তু এক্ষণে তুমিই আমাদের এই অখ্যাতি ও লজ্জার মূলীভূত কারণ! এই বিধবা এবং ঐ পিতৃ-হীনা বালিকার প্রতি তোমার কিছুমাত্র দয়া হইল না;—ঈশ্বরের কৃপাও তোমার উপর রহিল না! আমার সরলা সারার ধর্ম্ম নষ্ট করিয়াছ, এই চিন্তা যতদিন তোমার হৃদয় দগ্ধ করিতে থাকিবে, ততদিন প্রভূত ঐশ্বর্য্যেও তোমার মনে শান্তি দিতে পারিবে না! রে দুরাচার! এই বিধবা তোকে অভিসম্পাত করিতেছে, তুই যেমন ইচ্ছা করিয়া আমার অসহায়া কন্যার ধর্ম্ম নষ্ট করিলি, সেইরূপ একদিনের নিমিত্তও সুখী হইবি না।”

এইরূপ অভিসম্পাত শ্রবণ করিয়া রবরাই অতিশয় ভীত হইয়া কহিলেন “আপনি অতি সৎলোক,—না বুঝিয়া দুষ্কর্ম্ম করিয়াছি; এক্ষণে

তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য প্রায়শ্চিত্ত করিতেছি। এই সকল স্বর্ণমুদ্রা রহিয়াছে, গ্রহণ করুন এবং অঙ্গীকার করিতেছি, আপনার কন্যাকে পুনর্ব্বার প্রভূত অর্থ দান করিব।”

অনন্তর সারা আর্ত্তস্বরে বলিয়া উঠিলেন “মাতঃ! উহা স্পর্শও করিও না। যাঁহার স্বর্ণ তাঁহারই থাকুক—তুমি চলিয়া আইস—অনুনয় করিতেছি—আর নয়—চলিয়া আইস।”

মাতা রব্‌কে সম্বোধন করিয়া বলিলেন “হাঁ, তোমার স্বর্ণ তোমারই থাকুক—এবং তোমার হাতের টাকাই তোমার সর্ব্বনাশের মূল ও সুখের অন্তরায় হউক—”

সারা এইরূপ অভিসম্পাত শ্রবণে অত্যন্ত ভীত হইয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিলেন “কৃপাময় পরমেশ! উঁহার প্রতি যেন বিরূপ হইও না” এবং এই দৃশ্যের উপসংহার মানসে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়া মাতাকে টানিয়া লইয়া গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্তা হইলেন।

কিন্তু তাঁহারা বহির্গত হইলেও যতক্ষণ বহির্দ্বার রুদ্ধ না হইল, যুবক ততক্ষণ প্রকৃতিস্থ হইতে পারিলেন না। অতঃপর যদিও তিনি হাসিয়া ও তামাসা করিয়া ঐ বিষয় উড়াইবার ভাণ করিলেন কিন্তু তিনি যে স্বেচ্ছা পূর্ব্বক জানিয়া শুনিয়া একটী স্নেহময়ী দোষহীনা বালিকার প্রতি নিষ্ঠুরতাচরণ করিয়াছেন তাহা তাঁহার মন হইতে অন্তর্হিত হইল না।

এদিকে দর্জী স্বাভাবিক সুবুদ্ধি ও সভ্যতার বশবর্ত্তী হইয়া এরূপ ভাব প্রকাশ করিল যে, যেন, এই ব্যাপার দেখিয়াও দেখে নাই। কিন্তু সুচতুর প্রতারক উকীল সুবিধা অন্বেষণ করিতেছিলেন; সুতরাং যে সময় তাঁহার মক্কেল অন্যদিকে মুখ ফিরাইলেন, সে সময়ে তিনি মেজের উপর যে টাকার থলিয়া ছিল তাহা হইতে একমুষ্টি স্বর্ণ মুদ্রা আত্মসাৎ করিলেন!

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

বড় রাস্তা—"রোজা" সরাই।

পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে যে সকল ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে তাহার পরে দশ দিবস অতীত হইল। অদ্য আমরা পাঠকবর্গের সহিত "রোজা" নামক চটিতে উপস্থিত হইলাম। বেলা প্রায় আড়াই প্রহর; এই সরাইয়ের মধ্যে পানের প্রধান প্রকোষ্টে নানা শ্রেণীর লোক সংমিলিত হইয়াছে। সমবেতগণের মধ্যে সকলেই পুরুষ। তাহাদিগকে দেখিবামাত্রই বোধ হইতেছে সকলেই যেন সুরাপানে উন্মত্ত; কারণ গৃহ মধ্যে বোতল, গ্লাস, জলের কুঁজা প্রভৃতি উপকরণ সমূহ ইতস্ততঃ বিন্যস্ত রহিয়াছে এবং পরিচারকগণ এক গ্লাস নিঃশেষিত হইতে না হইতেই অপর পাত্র পূর্ণ করিতে সর্ব্বদা ব্যস্ত রহিয়াছে। গৃহের একটী গবাক্ষের সান্নিধ্যে একখানি মেজের নিকট কতকগুলি লোক বসিয়া আছে। যে স্থানে তাহারা আসন গ্রহণ করিয়াছে, তথা হইতে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে সরাইয়ের সমস্ত গৃহ প্রাঙ্গণের উপর দৃষ্টি পতিত হয়। সমবেতদিগের মধ্যে দুই ব্যক্তি পাঠকগণের পূর্ব্ব পরিচিত। অপর তিন জনের কাহার কি নাম তাহা জানা আবশ্যক। পরিচিত দুই ব্যক্তির মধ্যে একজন কুমার ডারমণ্ড, অপরের নাম রব্রাই—। এবং অপরিচিত তিন ব্যক্তির মধ্যে একের নাম মালেন, দ্বিতীয়ের নাম উকীল গ্রামর এবং তৃতীয় ব্যক্তিকে লোকে জেম্‌স্ রব্‌সন্ বলিয়া ডাকে; কিন্তু তাঁহার আরও কয়েকটী নাম আছে।

কুমার ডারমণ্ড্ অন্যান্য সময়ে যেরূপ সুদৃশ্য পরিচ্ছদ পরিধান করিতেন, এক্ষণেও সেইরূপ পরিচ্ছদ পরিহিত। এই পরিচ্ছদে তাঁহার সৌন্দর্য্য জ্ঞান ও সুরুচির পরিচয় দিতেছিল। কিন্তু তাঁহার মাতুল পুত্র রক্‌শায়ের পরিচ্ছদ দেখিয়া বোধ হইতেছিল, ইত্যগ্রে তিনি কখন উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিতে সুযোগ লাভের অবসর পান নাই, তাই অপরিমিত অর্থ পাইয়া এক্ষণে সেই উৎকৃষ্ট পরিচ্ছদ পরিধানের লালসা চরিতার্থ করিতে যতই কেন অর্থ ব্যয় হইবে হউক না তাহাতে কুণ্ঠিত হন নাই। মস্তকের শোভা ও আবরণার্থ যে স্বাভাবিক কেশ তাহা তাঁহার ছিল না। কিন্তু তৎপরিবর্ত্তে কুঞ্চিত কৃত্রিম কেশরাশি সজ্জিত ছিল। অঙ্গাবরণ (কোট্) অত্যুজ্জ্বল রক্তাভ কৌষিক বস্ত্র বিনির্ম্মিত, এবং তাহা আবার ঈষৎ নীলাভ রেখা দ্বারা পরিশোভিত ও তদ্‌প্রান্তভাগ স্বর্ণের জরি খচিত। তাঁহার অঙ্গরাখাটি অতি পারিপাট্যের সহিত শল্‌মা ও চুম্‌কি দ্বারা বিভূষিত। পা-জামা কৃষ্ণ বর্ণের মকমল দ্বারা প্রস্তুত এবং পকেটগুলি স্বর্ণ-মুদ্রায় পরিপূরিত। কামিজ পরিচ্ছন্ন সূত্রের এবং তাহার প্রান্তভাগ স্বর্ণজরি খচিত। গলা ও কোমর বন্ধ মূল্যবান ফিতা দ্বারা প্রস্তুত। তাঁহার গাত্রে বহু মূল্যের প্রভূত মণি মুক্তা শোভা পাইতেছিল। এবং মোজার স্বর্ণ নির্ম্মিত বন্ধণী ও পাদুকার গোড়ালী স্বর্ণ খচিত ছিল। এককথায় বলিতে গেলে, তিনি গাত্রোপরি এত মূল্যবান দ্রব্যজাত সজ্জিত করিয়াছিলেন যে, তদ্দর্শনে স্পষ্টই বোধ হইতেছিল তাঁহার প্রভূত অর্থ আছে এবং তাহা ব্যয় করিতে সংকল্প করিয়াছেন।

কর্ণেল মালেন—লাল দরোজা নামক কারাগারের রেজেষ্টারী পুস্তক যাঁহাদিগের দেখা ছিল, তাঁহাদিগের নিকট এই নামটী নূতন নহে—তিনি সবল ও দৃঢ় শরীরবিশিষ্ট এবং এক প্রকার সুদর্শনই ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম সপ্তপঞ্চাশৎ বৎসর হইয়াছিল। তিনি প্রভূত ধনের অধিকারী। দেশের যে সকল লোক লাম্পট্যের জন্য বিখ্যাত ও সুন্দরী রমণীগণকে ভুলাইয়া তাহাদিগের পিতা মাতার গৃহ হইতে লইয়া যাওয়া যাহাদিগের ব্যবসায় ছিল, সেই সকল ঘৃণিত দুরাচারদিগের মধ্যে এই গুণবান পুরুষ সর্ব্বাপেক্ষা অধিক কৃতী ও সৌভাগ্যশালী! ইহার পরিচ্ছদ মোটামুটি ধরণের, কিন্তু অত্যন্ত পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এবং সুরুচিব্যঞ্জক। মালেন মধ্যে মধ্যে ঘৃণাব্যঞ্জক যে

দৃষ্টিতে রব্‌রায়কে দেখিতেছিলেন, তদ্দ্বরা ইহাই সুস্পষ্ট অনুমিত হইতেছিল যে, তাঁহার সেই চাক্‌চিক্যশালী জাঁকাল পরিচ্ছদ তিনি আদৌ মনোনীত করেন না। এই কর্ণেলের দক্ষিণ পার্শ্বে উকীল পামর আসীন। তাঁহার যরূপ বুদ্ধি ও চতুরতা ছিল, তাহাতে তিনি অনায়াসেই সমব্যবসায়ী উকিলদিগের অলঙ্কার স্বরূপ হইতে পারিতেন। কিন্তু আইন সংক্রান্ত পুস্তক পাঠ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কূট তর্কাদির মীমাংসায় অবহেলা করিয়া এই সকল আবাসে পানামোদ্ ও গুপ্ত প্রণয়ের কুচক্রাদিতে সমধিক আসক্ত হইয়াছিলেন। ইঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক সাতাইশ বৎসর। তাঁহার মুখ দেখিলে তাঁহাকে বিচক্ষণ বলিয়া ধারণা হইত। কিন্তু তিনি প্রকৃতপক্ষে সুশ্রী নহেন। তাঁহার চক্ষুদ্বয়ের দিকে দৃষ্টি করিলেই প্রতীত হইত—তিনি স্বেচ্ছাচারী ও ইন্দ্রিয়পরবশ। যখন তিনি রমণী সমাজে অবস্থিতি করিতেন, তখন তাঁহার ব্যবহার শিষ্ট, মনোজ্ঞ ও ভাব-ব্যঞ্জক এবং এই সকল গুণের উপর তাঁহার স্বর স্ত্রীজনোচিত ও সুমিষ্ট ছিল। ভাষার উপর তাঁহার এতদূর ক্ষমতা ছিল যে, যে স্থলে যে কথাটী ব্যবহার করিলে সুন্দর হয় তাহা তিনি বিশেষ জ্ঞাত ছিলেন। এই জন্যই তাঁহার সমব্যবসায়ীগণ তাঁহাকে মধুরবাক্ বা মধুস্রাবী বলিতেন। কি সমবয়স্কদিগের বৈঠকে কি সভাস্থলে কি ধর্ম্মাধিকরণে তাঁহার বক্তৃতার আকর্ষণী-শক্তি দর্শন করিলে সকলেই বিমোহিত হইতেন। যখন তিনি প্রথমে উকালতী আরম্ভ করেন, তখন তাঁহার বন্ধুবান্ধবেরা সকলেই আশা করিয়াছিলেন যে, তাহাতে বিশিষ্ট উন্নতি লাভ করিবেন। বাস্তবিক তাঁহারা তাঁহাকে বিচক্ষণ দেখিয়াই সেইরূপ আশা করিয়াছিলেন। প্রথমে তাঁহার উত্তম পশারও হইয়াছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয়, তিনি তাহাতে অবহেলা করিয়া নারী সমাজে বিলক্ষণ প্রতিপত্তি লাভ করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার স্বাভাবিক সানন্দচিত্ত হেতু নানাবিধ আমোদপ্রমদে আসক্ত হইয়া পরিশেষে লাম্পট্য অবলম্বন করিলেন। এবং যে প্রভূত পৈত্রিক সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন তাহা ক্রমশঃ অপচয় করিতে আরম্ভ করিলেন। ব্যবসায়ে পূর্ব্বে যে আয় ছিল, তাহার সহিত তুলনা করিলে বর্ত্তমান আয়, টাকার প্রতি আনামাত্র হইতে লাগিল!

সমাগত ব্যক্তিদিগের মধ্যে একজনের সম্বন্ধে আমরা কিছু বিশেষ বর্ণনা

করিব। কারণ ইনিই এই উপন্যাসের নায়কত্ব করিবেন—ইহারই নাম জেম্‌স রব্‌সন্। ইহার বয়ঃক্রম প্রায় ছাব্বিশ বৎসর। এক্ষণে তিনি যে সকল লোকদিগের সহিত পানামোদে মত্ত ছিলেন, নিম্ন লিখিত বিষয় সমূহের জন্য তাঁহারা তাঁহকে সাতিশয় আদর করিতেন। কোন গোলযোগ বা মল্লযুদ্ধ উপস্থিত হইলে তিনি অসামান্য সাহসের পরিচয় দিতেন; তাঁহার হস্তে যতক্ষণ অর্থ থাকিত ততক্ষণ তাঁহার ন্যায় মুক্ত হস্তে কেহই ব্যয় করিতে পারিতেন না, তাঁহার কোন বন্ধু বিপদাপন্ন হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ তাঁহার উদ্ধার সাধনে আত্মোৎসর্গ করিতেন এবং যদি কোন আত্মীয় কোনরূপ অভিসন্ধি সিদ্ধ করিতে মানস করিতেন, তিনি ইচ্ছা পূর্ব্বক উপদেশ দ্বারা তাঁহার সাহায্য করিতেন। রব্‌সনের যে বয়স তদপেক্ষা তাঁহাকে অধিক বয়স্ক বলিয়া বোধ হইত; কারণ তাঁহার অঙ্গাবয়বাদি দীর্ঘচ্ছন্দের ছিল; এবং মুখ-শ্রী ঈষৎ কর্কশ বলিয়া অনুমিত হইত। কিন্তু তাঁহার নয়নদ্বয় সুন্দর ও দন্তপংক্তি অতি উজ্জ্বল ও পরিষ্কার ছিল আর বাহুদ্বয় দুগ্ধফেণনিভ ও সুকোমল বলিয়া এক প্রকার অভিমান ছিল। তাঁহার পরিচ্ছদাদির আড়ম্বর রব্‌বায়ের বসনাদি অপেক্ষা অধিক ছিল। তাঁহার বিষয় আর একটী প্রধান বক্তব্য এই যে, তদীয় পরিচয়াদি সম্বন্ধে সঙ্গীগণও বিশেষ কিছুই জানিতেন না। ফলতঃ তিনি এক প্রকার "জীবত রহস্য স্বরূপ" অর্থাৎ সাধারণের জ্ঞানের অগম্য ছিলেন। যদিও সময় সময় তাঁহার নিকট প্রচুর অর্থাদি দেখা যাইত, কিন্তু অর্থাগমের কোন প্রত্যক্ষ উপায় ছিল না এবং কোন যে ধনশালী আত্মীয় ছিল তাহাও তাঁহার মুখে শুনা যাইত না। তাঁহার বাসস্থানও কেহ জানিত না। যদি কখন বন্ধুবান্ধবদিগকে ভোজাদি দিতে হইত, তবে তাহা কোন সরাইতেই সমাধা করিতেন। কখন কখন তাঁহাকে মলিন পরিচ্ছদধারী ও দুরবস্থাপন্ন দেখা যাইত; কিন্তু সেরূপ অবস্থা ঘটিলে কয়েক দিন বা কয়েক সপ্তাহ আর বাহিরে আসিতেন না কিম্বা কাহারও সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না। কিন্তু যখন তাঁহার হস্তে অর্থের পরিমাণ অধিক হইত, তখন পূর্ব্বাপেক্ষা পরিচ্ছদাদি শত অংশে সমুজ্জ্বল ও সৌখিন পরিলক্ষিত হইত। তিনি নারী সমাজে সুপরিচিত হইতে ইচ্ছা করিতেন না এবং যে সময় সম্ভ্রান্ত ধনী সন্তানদিগের সহিত মিলিত হইতেন, তখন তাঁহারা তাঁহাকে আমোদ প্রমোদের সঙ্গী

বিবেচনা করিতেন। সুতরাং তিনি কে ইহা কেহ জানিতে উৎসুক হইয়ে এতৎ সম্বন্ধে কোন প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতেন না। এবং তিনি স্বয়ংও ও বিষয়ে কোন কথা বলিতেন না কিম্বা কোন পরিচয়ও দিতেন না।

উপন্যাসের সূত্র অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে, সমবেত ব্যক্তিদিগের মধ্যে অবশিষ্ট লোকদিগের সম্বন্ধে কিছু বলা আবশ্যক। এই 'রোজা' নামক সরাইটীর বিশেষ সম্ভ্রম ছিল এবং নানা শ্রেণীর সম্ভ্রান্ত জনগণ এখানে সম্মিলিত হইতেন। বিশেষতঃ সমবেত ব্যক্তি সকল যদি মদ্য পান করিয়া পানীয়ের মূল্য দিতে সক্ষম হইত, তাহা হইলে তাহারা সম্ভ্রান্ত কি ইতর, তাহাদিগের স্বভাব ভাল কি মন্দ একথা জিজ্ঞাসা করিবার অধিকার কাহারও ছিল না। বাস্তবিক যদি ঐরূপ জিজ্ঞাসা করা হইত তাহা হইলে সমবেত ব্যক্তিগণের মধ্যে অধিকাংশের নিকট হইতেই বোধ হয় সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যাইত না। এখানে সকল শ্রেণীর লোক সমবেত হইত। তথায় কাপ্তেন নামধারী মহাপুরুষেরা যোদ্ধৃবেশে আগমন করিতেন কিন্তু সৈনিক পুরুষদিগের রাজ দত্ত চর্ম্মের যে নিয়োগ পত্র থাকে তাহা তাঁহারা কখন চোকেও দেখেন নাই; যে সকল অসমসাহসিক উদ্ধত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইত; তাহাদিগকে কিঞ্চিৎ অর্থ বা দুই এক বোতল মদিরিকা দান করিলে যে কোন কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইত; অপর কতকগুলি এরূপ জঘন্য চরিত্রের লোক আসিত তাহারা ভীরু স্বভাব পথিক ও আগন্তুকগণকে ভয় দেখাইযা তাস ক্রীড়ায় বসাইয়া তাহাদের সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করিত; আর এক শ্রেণীর নীচ প্রকৃতির লোক দেখা যাইত, তাহারা বারবিলাসিনীদিগের উপার্জ্জনের দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত এবং সুযোগ পাইলে শকট-চালক ও নাট্যালয়ের টিকিট বিক্রয়কারী অন্যান্য ব্যক্তিগণের পকেট লুট করিত; এতদ্ভিন্ন কখন কখন লোকের গৃহের অর্গল লইয়া পলায়ন করিত। এখানে আর এক সম্প্রদায়ের লোক দেখা যাইত, তাহারা সকলেই মহাজন মহল্লার ধনী ব্যবসাদার ও সম্ভ্রান্ত। এই সকল জনগণ সন্ধ্যার সময় একত্রিত হইয়া পানামোদ উপভোগ ও সেই সময়ের আলোচ্য বিষয় লইয়া তর্ক বিতর্ক করিতেন। কিন্তু যাঁহাদিগের সহিত আমাদের সম্বন্ধ তাঁহারা গবাক্ষের নিকটবর্ত্তী মেজের চতুর্দ্দিকে উপবেশন করতঃ সরাইয়ের সমুদায় প্রাঙ্গণোপরি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছিলেন। অনন্তর কর্ণেল মালেন কুমার ডারমথের দিকে মুখ

ফিরাইয়া বলিলেন "মহাশয়, তবে কি আপনি সেই ধনী কন্যা রূপবতী কুমারী লীলাকেই বিবাহ করিবেন স্থির করিয়াছেন?" সে দিন অপরাহ্ণে এই কথার অবতারণা হইতেছিল।

ডারমথ্ ঔদাস্যের সহিত নস্যদানিতে অল্প আঘাত করিতে করিতে কহিলেন "হাঁ, তাহার জন্য এইটুকু সহ্য করিতে বাবা বিশেষ অনুরোধ করিতেছেন। সুতরাং আমি সেই যুবতীকে বলিয়া আসিয়াছি যে, তাহাতে আমার কোন আপত্তি নাই।" মালেন কহিলেন, "তাহাতে আপনার কোন আপত্য থাকিতে পারে ইহা আমি বিশ্বাস করিতে পারি নাই।" "অনন্তর উকীল পামরের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া বলিলেন "কেমন উকীল মহাশয়! আমার চিরদিনই এই ধারণা যে, সে দিকে আপনার একটু প্রতিপত্তি ছিল।" উকীল হাসিতে হাসিতে বলিলেন "ছি! অবিবেচকের ন্যায় একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির সম্মুখে এরূপ কথা কি বলিয়া উচ্চারণ করিলেন?" কুমার ডারমথ্ একটিপ নস্য লইয়া নিতান্ত নিঃসম্বন্ধের ন্যায় বলিয়া উঠিলেন "সত্যই ভাই! তোমাদিগকে যথার্থই বলিতেছি, কুমারী লী—না-না; নামটী লীলা বুঝি, সে সম্বন্ধে তোমাদের যাহা ইচ্ছা তাহাই বলিতে পার। বাস্তবিক ও বিষয়ে আমার কোন সম্বন্ধ নাই।"

উকীল কহিলেন "কুমারী লীলা অতি সুন্দরী বালিকা, সেই মনমোহিনীর পাণিগ্রহণ করিয়া আপনি নিশ্চয়ই পরমা প্রীতি উপভোগ করিবেন।"

ডারমথ্ এই কথা শুনিয়া আশ্চর্য্যভাবে কিয়ৎক্ষণ প্রিয় বন্ধু উকীল পামরের প্রতি এক দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন এবং পরিশেষে এরূপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন যেন উকীলের তামাসাতে অতীব আনন্দিত হইয়াছেন।

জেমস্ রব্সন পূর্ণ এক গ্লাস সেরি পান করতঃ কহিলেন "বিবাহ সম্বন্ধে সম্ভ্রান্ত মহোদয়ের সহিত আমারও এক মত। ফলতঃ উভয় পক্ষের লাভালাভ বুঝিয়া উহা একটী চুক্তি বিশেষ।"

রব্রাই বলিয়া উঠিলেন "ঠিক তাই; দেখ, এই সম্পর্কে একের অর্থের অভাব, অপরের পদবী বা বংশমর্য্যাদার অভাব; সুতরাং উভয় পক্ষের সমান অংশ। কিন্তু সে যাহা হউক আর কতক্ষণ আমরা এখানে বসিয়া এই জঘন্য সেরি পান করিব?"

রব্‌বাই—উচ্চৈস্বরে বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, আপনি অপ্রাপ্ত বয়স্ক, তাই এই সেরি মন্দ বলিতেছেন! এই পল্লী হইতে যেদিকে ইচ্ছা, সেই দিকে যান, কিন্তু অর্দ্ধ ক্রোশের মধ্যে এরূপ উৎকৃষ্ট মদিরা আর পাইবেন না। আমরা, আরও দুই এক বোতল পান না করিয়া এখান হইতে উঠিতেছি না। বিশেষতঃ আমাকে ত আরও দুই এক ঘণ্টা এখানে থাকিতে হইবে; আমার বিশেষ প্রয়োজনও আছে।" জেমস্ রবসন তাঁহার শ্বেতবর্ণ দন্তপংক্তি বিকাশ করিয়া বলিতে লাগিলেন "প্রয়োজন—অবশ্যই; আমার বোধ হয় কোন রমণী এখানে আসিবেন বুঝি—?" মালেন হাসিতে হাসিতে কহিলেন "আপনি আমাকে যে অপবাদ দিতেছেন তাহা আমি অস্বীকার করিতে পারি না। কথাটী এই;—সুন্দরী স্ত্রীলোক দেখিয়া সন্ধান আনিবার নিমিত্ত আমার অনেকগুলি চর নিযুক্ত আছে, তন্মধ্যে একজন আমাকে অবগত করাইয়াছে যে, লিয়ন হইতে একখানি শকটে একটী পরমা সুন্দরী যুবতী আসিতেছে এবং সেই গাড়ী অতি সত্বরই এখানে আসিয়া উপস্থিত হইবে। অদ্য প্রাতে যে সরাইয়ে গাড়ী থামাইয়া আরোহীরা প্রাতর্ভোজন করিয়াছে, সে সরাইয়েতে আমার চর ছিল। এবং সেই পল্লিবাসিনী রূপসীকে দেখিয়া চর যথাসময়ে আমাকে সংবাদ দিয়াছে। আমিও হেজ্-জননীর সমীপে যাহা যাহা করিতে হইবে, তৎসম্বন্ধে উপদেশ পাঠাইয়াছি। বৃদ্ধা হেজ-জননী সেই লিয়ন নিবাসিনী রূপবতীকে অভ্যর্থনা করিতে সত্বর এখানে উপস্থিত হইবে।"

উকীল জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনার সেই পুরাতন প্রণয়িণী কাথারাইনের সহিত এই বৃদ্ধা হেজের কি কোন সম্বন্ধ আছে?"

প্রত্যুত্তরে মালেন বলিলেন "যে সহৃদয় দুই সহস্র অর্থের নিমিত্ত আমার পরিত্যক্তা কাথারাইনকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই বৃদ্ধা হেজ্ তাঁহারই জননী! সে যাহা হউক, আমি আপনাদিগকে আর একটী কথা বলিতে ইচ্ছা করিতেছি, যে শকটে সেই লিয়ন নিবাসিনী যুবতী আসিতেছে, সেই গাড়ীর সঙ্গে অর্দ্ধাশনে শীর্ণ ও অনাহারে ক্ষীণদেহ তাহার পিতা একটী অশ্ব পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া আসিতেছে। যাহার জন্য আমি এতাধিক আগ্রহ-সহকারে অপেক্ষা করিতেছি, সে, সেই ধর্ম্ম-যাজক তাহার বৃদ্ধ পিতার সহিত আসিতেছে।"

রব্‌রায়ের মনে যেন সহসা স্মৃতি উদ্দীপিত হইয়া উঠিল এবং তিনি উচ্চ কণ্ঠে বলিয়া উঠিলেন "সেই বৃদ্ধ পুরোহিতের নাম হেমিংস! কিয়দ্দিনপূর্ব্বে আমি লিয়নে গিয়াছিলাম এবং যাহার কথা কহিতেছি, সেই পুরোহিতের সহিত অবস্থিতিও করিয়া আসিয়াছি। তাঁহার—একটি অতি সুন্দরী কন্যা আছে; এবং তিনিই পারিসে আসিবার অভিপ্রায় করিতেছিলেন। বাস্তবিক তিনি প্রধান ধর্ম্ম-যাজকের নিকট একখানি অনুরোধ পত্র লইয়া আসিবার নিমিত্ত বিলম্ব করিতেছিলেন, তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে প্রশংসা পত্র দিতে চাহিয়াছিলেন। সেই পত্রসহ প্রধান পুরোহিতের সমীপে উপস্থিত হইতে পারিলে তাঁহার উন্নতি হইতে পারে। এই কারণে অনুরোধ পত্রের নিমিত্ত অপেক্ষা করিতেছিলেন। এখন আরও একটি কথা আমার মনে পড়িতেছে; তিনি বলিয়াছিলেন তাঁহার কন্যা এমিলিও তাঁহার সঙ্গে আসিবে। যুবতীর এই নগরে কোন ধণিকের বাটীতে কোন শিক্ষয়িত্রীর কার্য্য করিবার অথবা বণিক্ কন্যার সখী হইবার সম্ভাবনা আছে।"

মালেন উচ্চৈঃস্বরে বলিয়া উঠিলেন "আপনি নিশ্চয়ই জানিবেন আপনার এমিলি আর আমার লিয়ন নিবাসিনী সুন্দরী একই ব্যক্তি। তাঁহার সহিত কি আপনার ভালবাসা আছে?" রব্‌ উত্তর করিলেন "না—না, আমার ত নাই;—" এই বলিয়া তিনি সারার কথা মনে করিয়া একটী দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করতঃ কহিলেন "এই বয়সের মধ্যে আমি কত শত সম্ভ্রান্ত কুলের মহিলার সহিত প্রণয় করিয়া দুঃখ পাইয়াছি, আর আমার উহাতে ইচ্ছা নাই।" অনন্তর তিনি মনের দুঃখ ভুলিবার নিমিত্ত পুনর্ব্বার বলিতে লাগিলেন "কর্ণেল! যদি যথার্থ ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে তুমি এমিলির নিকট স্বচ্ছন্দে প্রেম ভিক্ষা করিতে পার; তাহাতে আমার কোন আপত্য নাই; বরং সেই রমণী পুরোহিত কন্যা কি-না তাহা আপনাকে বলিয়া দিয়া যাইব। সে যাহা হউক, আচ্ছা, রব্‌সন্! অদ্য রাত্রে আমাকে পারিসের ইতর সমাজের কার্য্যাদি দেখাইতে চাহিয়াছিলে না?"

রব্‌সন্ উত্তর করিলেন "হাঁ, অবশ্যই আমার প্রতিজ্ঞা পালন করিব। কিন্তু এক্ষণে আমরা সুরাপানে যেরূপ উন্মত্ত হইয়াছি তাহাতে সে সকল বদমায়েস

ও চোরের আড্ডায় যাওয়া উচিত নহে। কারণ যে সকল লোক সেই ইতর পল্লীস্থ "ভৈরব-ভবনে" কখন গমন করিয়াছে, তাহারা কহিয়া—"

এই সময় মালেন তাঁহাদের কথায় বাধা দিয়া বলিয়া উঠিলেন "মহাশয়, কথায় কথায় আপনারা যে স্থানের নাম উল্লেখ করিলেন, সেই "কালাপাহাড়ী" লোকেরা দিন দিন ভয়ঙ্কর হইয়া উঠিতেছে অথচ পুলিশ তাহাদের মধ্যে কাহাকেও ধরিতে পারিতেছে না। কিন্তু সহরের মধ্যস্থলে যে, ঐরূপ কোন ভয়ানক দল থাকিতে পারে তাহা আমার বিশ্বাস হয় না।"

উকীল পামর অমনি কহিয়া উঠিলেন "আমারও আশ্চর্য্য বোধ হয় যে, এমন ভয়ানক বলিয়া যাহারা বিখ্যাত তাহাদিগকে অদ্যাপি আইনের অধীন আনা যায় নাই। যে কোন বীভৎস ব্যাপার হউক না কেন, যদি তাহার অন্য কোন কারণ না পাওয়া যায়, তবে নিশ্চয় বুঝিতে হইবে, সে কার্য্য ইহাদেরই। আর সম্প্রতি কতকগুলি লোক কোথায় যে চলিয়া গিয়াছে, তাহাদের কোন সন্ধানই পাওয়া যাইতেছে না। আচ্ছা, রব্‌সন! ইহা কি সত্য—আপনি কখন সেই আড্ডায় গিয়াছেন কি?"

জেমস্ রব্‌সন যেন কোন কথাতেই ভালরূপ মনোযোগ দেন না—এরূপভাবে উত্তর করিলেন "হাঁ, আমি সময় সময় ঐ সকল স্থানে গমন করিয়া দেখিয়া আসি বটে, কিন্তু বাহিরে উহাদের সম্বন্ধে যে সকল কথা শুনি তদ্-সমুদায় বিশ্বাস-যোগ্য বলিয়া বোধ হয় না। কারণ তথায় সেরূপ কোন কার্য্য দেখি নাই। সেখানে কতকগুলি অসমসাহসিক লোক সমবেত হয়; যদি কেহ উত্তম পরিচ্ছদ পরিধান করিয়া কিম্বা পকেটে টাকা কড়ি লইয়া তথায় গমন করে, তবে সহজেই হউক আর বল প্রয়োগেই হউক তাহারা সেগুলি কাড়িয়া লয়, ইহা সত্য।"

উকীল পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন "আচ্ছা, ভদ্রলোকদিগকে যে তথায় ভুলাইয়া লইয়া গিয়া তাহাদের যথাসর্ব্বস্ব অপহরণ করতঃ অবশেষে মারিয়া ফেলে, এই জনরব শুনা যায় তাহার কি কিছু জান?"

রব্‌সন সুস্থিরভাবে এক গ্লাস সুরাপান করিয়া বলিতে লাগিলেন "তাহার এক বিন্দুও সত্য নহে।" অনন্তর রব্‌রাই বলিলেন "সে যাহা হউক ভালরূপ

বিবেচনা করিয়া দেখিলাম অদ্যাপি তথায় যাইব না কিন্তু আর যে কখন গমন করিব সে ইচ্ছাও নাই।”

“আপনি যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন।” এই বলিয়া রবসন উত্তর প্রদান করিলেন। অনন্তর ডারমথ্ বলিলেন “কারণটী কি রব্‌সন ভায়া আপনাকে ভয় করিতেছেন; মনে মনে সন্দেহ করিতেছেন, আপনি হয় ত সেই দলের একজন; অথবা আপনি দলপতিও হইতে পারেন। আর যদি আমার কথা বিশ্বাস করেন, তবে আমিও ঐরূপ একটু সন্দেহ করিতেছি।” এই বলিয়া যুবক সচরাচর যেরূপ হাসির ভাণ করিয়া থাকেন, সেইরূপ উচ্চ হাস্য করিয়া উঠিলেন।

রব্‌সন পূর্ব্বাপেক্ষা আরও একটু প্রফুল্লতার ভাণ করিয়া হাসিতে হাসিতে কহিলেন “যদি আমি অত্যন্ত ভাল মানুষ না হইতাম, তবে আপনার ঐরূপ কৌতুক নিতান্ত দূষ্য জ্ঞান করিতাম। যাহা হউক আমি আর রাগ করিতেছি না; আপনি যে কার্য্য করিয়াছেন, তন্নিমিত্ত আর দুই বোতল মদিরা জরিমানা দিবেন।”

কুমার ডারমথ্ উত্তর করিলেন “আমি অতি সন্তোষের সহিত তাহা দিতেছি; কিন্তু মধ্যে মধ্যে রাত্রে আমাকে সেই সকল স্থান দেখাইতে হইবে। ভায়া রব্ সে সকল স্থানে গমন করিতে ভীত হইতেছেন; কিন্তু আমি ভিক্ষুকের বেশ ধারণ করিয়া সে সব আশ্রম দেখিয়া আসিব। ভিক্ষুক সাজিলে আমাকে কি নিতান্ত বীভৎস দেখাইবে; কেমন?”

অনন্তর রব্‌সন একটু হাসিয়া ঘণ্টা বাজাইলেন। এবং তৎক্ষণাৎ একজন অনুচর আসিয়া উপস্থিত হইল এবং সে আদেশ পাইয়া দুই বোতল মদ আনিয়া দিল। দুই এক গ্লাস সুরাপান করিতে করিতেই অশ্বের গলার ঘণ্টার ও শকট চক্রের শব্দ শুনা গেল! এবং লিয়নেলের একুশ সংখ্যক শকট আসিতেছে, তাহা নিশ্চিত জানা গেল।
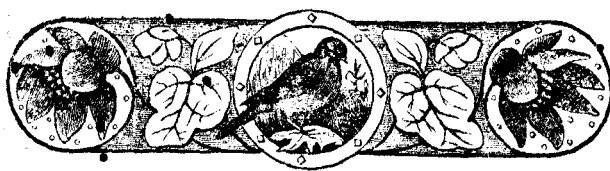
চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

সমাগতা কুমারী ও দূতী।

কর্ণেল মালেন সানন্দে বলিলেন "এখন আমরা সেই পল্লিবাসিনী সুন্দরী ললনাকে দর্শন করিব; রব্ আপনি যাহার কথা কহিতেছিলেন এই সুন্দরী সেই কি না তাহা আমাদিগকে স্থির করিয়া দিবেন। কিন্তু হেজ-জননী এখনও আসিতেছে না কেন?"

কর্ণেলের মুখ হইতে এই কয়েকটী কথা নির্গত হইতে না হইতেই একটী স্থূল-কায়া সুন্দর পরিচ্ছদবিশিষ্টা বর্ষীয়সী স্ত্রীলোক সরাই প্রাঙ্গণে দেখা দিল এবং সে কর্ণেলের দিকে এরূপভাবে একটী দৃষ্টি নিক্ষেপ করিল যে, তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হইতে পারে তাহাদের উভয়ের মধ্যে কোন গোপনীয় বিষয় আছে। পাঠকগণকে বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না যে, এই স্ত্রীলোকই সেই হেজ-জননী। প্রথম দৃষ্টিতে হেজ-জননীকে কোন সম্ভ্রান্ত বংশীয়া প্রৌঢ়া বলিয়া বিবেচনা হয়, কিন্তু যদি তাহাকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করা যায়, তবে প্রতীত হইবে যে, তাহার সহাস্য ও সদয় বাহ্যাকৃতি দ্বারা অন্তরের দুরভিসন্ধি আচ্ছাদিত থাকে। ফলতঃ এই বর্ষীয়সী এরূপ জঘন্য প্রকৃতির যে, তাহার নিশ্বাস দ্বারা নৈতিক জীবনের মহদনিষ্ট সংসাধিত হয়; সে স্পর্শ করিলে যে কি মহান্ অপকার হয় তাহা বলা যায় না!

এই প্রৌঢ়ার অত্যুৎকৃষ্ট গোলাকার মুখের উপর কৃষ্ণবর্ণের রেশমী অবগুণ্ঠন দেওয়া ছিল; যাহাদের সাংসারিক জ্ঞান সামান্য মাত্র তাহারা তদ্দর্শনে

তাঁহাকে মাননীয়া ভিন্ন অন্য কিছুই বিবেচনা করিতে পারে না। তাঁহার এতাধিক বয়স হইলেও মুখ-শ্রী দেখিয়া অনুভব হয় যে, এককালে এই মুখখানি অতীব মনোহর ছিল। তাঁহার বহুমূল্য রত্নাদি খচিত পরিচ্ছদ—দোদুল্যমান সুবর্ণের ঘড়ী ও চেইন—এবং যেরূপ সম্ভ্রমব্যঞ্জক পদচারণা তাহা দেখিলেই তাঁহাকে প্রচুর ধনশালিনী কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া রমণী বলিয়া ভ্রম জন্মাইত। কিন্তু একটু ভাল করিয়া দেখিলেই বোধ হইত যে, এই কুহকিনী আপনাকে মনোমোহিনী করিবার নিমিত্ত অলক্তাদি ও নানাবিধ লাবণ্যবর্দ্ধক গাত্র-মার্জ্জন দ্রব্যের সাহায্য গ্রহণ করিতেন। তিনি এরূপভাবে পাখা ধরিতেন যে, কোন রসিক যুবক তাঁহার মুখের দিকে এক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিলে অমনি লজ্জাজনিত মুখের রক্তিম ছটা অচ্ছাদন করিতেন। আরও একটু বিশেষ করিয়া দেখিলে দর্শক বুঝিতে পারিতেন যে, লোকবিমোহিত করিবার নিমিত্ত তিনি মনোমোহিনী রূপ ধারণ করিতেন না, তাঁহার সেই সদয় ও সহাস্য আকৃতি অনেক দিন ধরিয়া অভ্যাস করা ছদ্মবেশ মাত্র। দর্শক যদি আরও সুক্ষ্মরূপে সেই আকৃতি নিরীক্ষণ করেন, তবে তিনি সহজেই সেই বাহ্যিক সম্ভ্রমের প্রদীপ্ত মণ্ডল ভেদ করিতে সমর্থ হইবেন। এবং বিরক্তি ও ঘৃণাসহকারে সেই প্রাচীন দূতীর নিকট হইতে দূরে গমন করিবেন।

এইরূপ দুষ্কর্ম্মাসক্তা জঘন্য প্রকৃতির স্ত্রীলোককে কর্ণেল মালেন সুন্দরী ললনা বালাগণকে বিপথগামিনী করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত রাখিয়া ছিলেন। পাঠক এখন দেখুন, যে সুন্দরী এইমাত্র 'রোজা সরাইয়ে' উপস্থিত হইয়া শকট হইতে অবতরণ করিল, ঐ দুরাচারিণী কর্ণেলের উপদেশানুসারে কি প্রকার হাসি হাসিতে প্রয়াস পাইতেছে!

রবরাই গবাক্ষ সন্নিকট বসিয়া সুন্দরী ললনাকে শকট হইতে অবতরণ করিতে দেখিবামাত্রেই বিস্মিতভাবে বলিয়া উঠিলেন "হা পরমেশ্বর! এ যে সত্য সত্যই এমিলি! ঐ যে 'রোজিলাণ্ট' নামক অশ্বপৃষ্ঠে তাহার পিতা আসিয়াছেন!" অনন্তর তথা হইতে কিয়দ্দূরে গমন করিয়া কহিলেন "উহারা যেন আমাকে দেখিতে না পায়; কারণ দেখিলে হয় ত আমার আতিথ্য স্বীকার করিয়া বসিবে এবং তদ্দ্বারা আমার আমোদ প্রমোদ বন্ধ হইয়া উঠিবে।"

যুবতীর সৌন্দর্য্য দর্শনমাত্রই মালেনের হৃদয় তল্লাভে ব্যগ্র হইয়া উঠিল ; সুতরাং তিনিও বলিলেন "হাঁ, আপনি দেখা দিলে আমার অভিসন্ধি সুসিদ্ধির ব্যাঘাৎ উপস্থিত হইবে। অতএব যুবতীকে হেজ-জননীর হস্তেই রাখা হউক, কারণ এ কার্য্য সমাধা করিতে তদপেক্ষা দক্ষ হাত আর মিলিবে না।"

রবুরাই আর একপাত্র পান করিয়া বলিলেন "আমি সর্ব্বান্তঃকরণে তাহাতে মত দিতেছি।"

এক্ষণে আমরা কিয়ৎক্ষণের নিমিত্ত গ্রন্থসূত্র ত্যাগ করিয়া সমাগতা যুবতীর বিষয় কিঞ্চিৎ বলিব। পুরোহিত কন্যা এমিলির বয়ঃক্রম পঞ্চদশ কিম্বা ষোড়শ বৎসরের মধ্যে। যে বয়সে রমণীগণ ভাবী স্ত্রী জীবনের পূর্ব্ব প্রেষিত চিন্তাদির দ্বারা হৃদয় ব্যাদন করে ও বাহ্য উপদেশ কিম্বা নীতি শিক্ষা দ্বারা সহজেই পরিচালিত হয় ; তাহাদের সুগভীর নীলবর্ণ টসটসায়মান নয়নদ্বয় পবিত্র হৃদয়ের দর্শন স্বরূপ হয় ; পরিষ্কার ও প্রসন্ন বদনে যেন সরলতা বিরাজিত থাকে এবং মস্তকে যেন নির্দ্দোষিতা দেবী সিংহাসন বিস্তার করিয়া উপবেশন করিয়া থাকেন, এমিলিও সেই বয়সের সেই অবস্থায় যেন ভয়চকিতার ন্যায় মন্থরগতি ও সবিনয় ব্যবহারে স্পষ্টই ব্যক্ত করিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বাভাবিক লজ্জাশীলতা ও তিনি যে প্রকৃত সুন্দরী এই জ্ঞান পরস্পর তদীয় হৃদয়ে সংগ্রাম করিতেছিল। তিনি যখন স্বচ্ছ দর্পণে সেই ভুবন-মাতোয়ারা মুখ-শ্রী অবলোকন করিতেন, তখন তাঁহার অন্তঃকরণে যুগপৎ আনন্দ ও গর্ব্ব উপস্থিত হইত, কিন্তু নিরতিশয় সৌন্দর্য্য গুণের অধিকারিণী হইয়াও তিনি স্বীয় বিষয় অধিক কিম্বা বারম্বার চিন্তা করা দূষণীয় বোধ করিতেন। তিনি বাস্তবিক সুন্দরী ছিলেন বটে ; কিন্তু সে সৌন্দর্য্য সেরূপ প্রখর নহে যে, দর্শকগণের নয়ন ঝলসাইতে পারিত কিম্বা প্রথম দৃষ্টিতে লোককে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে সমর্থ হইত। ফলতঃ তিনি তাহাতে স্বীয় উজ্জ্বলতা, মনোহারিতা ও কোমলতা গুণ দ্বারা দর্শককে ক্রমে ক্রমে বিমোহিত করিতেন। প্রথম দৃষ্টিতে আকৃষ্ট হইয়া দর্শক যতই সুক্ষরূপে তাঁহাকে নিরীক্ষণ করিতেন, ততই তাঁহার অঙ্গ প্রত্যঙ্গের পূর্ণ সৌন্দর্য্য তৎসমক্ষে প্রকাশ পাইত। তাঁহার নাসিকা দীর্ঘ ও সুন্দররূপে গঠিত ; ভ্রূযুগল এরূপ কুঞ্চিত ছিল যে, দেখিয়াই অঙ্কিত বলিয়া বোধ হইত ;

তাঁহার অত্যুত্তম মুখখানিতে দুঃখ ও কোমলতার চিহ্ন প্রকাশ পাইত। যখন তিনি হাসিতেন, তখন তাঁহার রক্তাভ অধরোষ্ঠের মধ্যে সুন্দর শ্বেতবর্ণ দন্তপংক্তি শোভা পাইত। তাঁহার বর্ণ অতি সুমার্জ্জিত এবং যৌবনের লক্ষণ-স্বরূপ তদীয় গণ্ডস্থলে রক্তিমচ্ছটা প্রকটিত ছিল। সেই ক্ষীণাঙ্গীর শারীরিক অবয়বাদি পরিমিতরূপে বর্দ্ধিত ছিল; তাঁহার দেহ মধ্যস্থল সুদর্শন এবং অঙ্গাদির বাহ্যিক রেখা সকল এরূপ কোমল যে, পরিচ্ছদাদি সামান্য উপকরণে প্রস্তুত হইলেও শরীরে সুযোজিত বোধ হইত; ফলতঃ তাঁহার সৌন্দর্য্যের বিষয় এক কথায় বলিতে হইলে তাহাতে সরলতা, লজ্জাশীলতা ও সৌন্দর্য্য এরূপভাবে সংযোজিত ছিল যে, দর্শকের নিকট কবি কল্পিত নায়িকার গুণ সমষ্টির আধার বলিয়া প্রতীত হইত।

"রোজা সরাইয়ের" প্রাঙ্গণে লিয়নের শকট আসিয়া উপস্থিত হইলে তথায় মহা হুলস্থূল পড়িয়া গেল। বড় বড় ঝাঁকা, তোরঙ্গ, গাঁইটি ইত্যাদি নানাবিধ আকারের দ্রব্যের মোট সমহ্ মস্তিকোষ রক্ষিত হইতে লাগিল। এ দিকে অশ্ব রক্ষকেরা সেই বৃহৎ যান হইতে অশ্ব দুইটাকে মুক্ত করিয়া লইতে লাগিল। এমন সময় তেজ-জননী উপরি বর্ণিত সরলা যুবতীকে সম্ভাষণ করিলেন।

বৃদ্ধা দূতী সদয় ও সস্নেহ ভাব ধারণ করিয়া কহিলেন "প্রিয় বৎসে! তোমাকে আহ্বান করিতেছি, তজ্জন্য আমাকে ক্ষমা করিবে। কারণ অদ্য পল্লিগ্রাম হইতে কোন সুন্দরীর আগমনের কথা আছে, আমি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছি। যদিও আমি তাঁহাকে কখন দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সৌন্দর্য্য, লজ্জাশীলতা এবং সংব্যবহারের যেরূপ বিবরণ শুনিয়াছি, তাহাতে আমার একরূপ প্রত্যয় জন্মিতেছে যে, সেই যুবতী তুমিই।"

এর্মিলি যদিও সেই কুহকিনীর কথায় প্রত্যয় করিয়াছিলেন, তথাপি সেই প্রশংসাবাদ শ্রবণ করিয়া তাঁহার বদনে লজ্জাজনিত রক্তাভা প্রকাশ পাইল। অনন্তর তিনি বলিলেন "এই এখানে আমার পিতা রহিয়াছেন—এবং তিনি—"

বৃদ্ধা তাঁহার কথায় বাধা দিয়া এই সংবাদে যেন যার-পর-নাই সন্তোষ লাভ করিয়াছেন, এইভাবে উত্তর করিলেন "বৎসে! এই মাননীয় পবিত্রাত্মা

পুরোহিতই কি তোমার পিতা? ইহা অত্যন্ত গৌরবের বিষয় যে, আমি একজন পুরোহিতের কন্যার জন্য অপেক্ষা করিতেছি।"

যুবতী এক্ষণে বর্ষীয়সীকে যত্ন ও আহ্লাদের সহিত নিরীক্ষণ করিতে করিতে কহিলেন "আপনিই কি তবে ডেভিড-পত্নী?"

দূতী নির্ব্বিকার চিত্তে উত্তর করিল "হাঁ, বৎসে! আমারই নাম তাই—; এবং তুমি—"

অসন্দিগ্ধা বালা কহিলেন "আমি পুরোহিত কন্যা এনিলি নামে অভিহিত হইয়া থাকি। হায় কি দয়া! আপনার এ অসামান্য দয়ার বিষয় যে, এইরূপে আসিয়া আমার সহিত সাক্ষাৎ করিলেন। আপনি যে স্বয়ং আসিয়াছেন, এ সংবাদ বাবাকে বলি। তিনি আপনার সহিত পরিচয় লাভ করিতে পারিলে নিরতিশয় সুখী হইবেন।"

হেজ-জননী সাদরে তাহার চিবুক ধরিয়া বলিলেন "প্রিয়তমে! তোমার পূজ্য-পাদ পিতার সহিত পরিচয় করিয়া দিলে আমি অতীব আনন্দিত হইব।" এদিকে যে রূপসীর সৌন্দর্য্য ক্ষণমাত্র অবলোকন করিয়া দূতীর নিয়োগ-কর্ত্তা দুরাচার মালেনের হৃদয় প্রদীপ্ত হইয়া উঠিয়াছিল, সেই পামর তাহাকে প্রাণ ভরিয়া দেখিবার নিমিত্ত দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন।

জেমস্ রবসন মালেনের সঙ্গে সঙ্গে গৃহ হইতে আসিয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহার হাত ধরিয়া কাণে কাণে কহিলেন "কি মধুর মূর্ত্তি, মালেন?" কিন্তু মালেন কোন কথায় বলিলেন না। যে, যুবতীর সৌন্দর্য্য কর্ণেলের আশা অতিক্রম করিয়াছিল, তিনি অত্যন্ত নিবিষ্ট চিত্তে সেই সুন্দরীকে দর্শন করিতে লাগিলেন।

বৃদ্ধা দ্বারা অনুরুদ্ধা হইয়া যুবতী তাঁহার পিতার দিকে ফিরিলেন। এই সময় পুরোহিত তাঁহার সেই অর্দ্ধাশনে শীর্ণ অশ্ব পৃষ্ঠে উপবেশন করতঃ অঙ্গা-বরণ হইতে একখানি চিঠি বাহির করিয়া তাহার শিরোনামা পাঠ করিতে-ছিলেন। এই পত্রখানি তাঁহার জনৈক বন্ধু প্রধান পুরোহিতের নিকট পরিচিত হইবার নিমিত্ত প্রদান করিয়াছিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত এই নগরে সম্পূর্ণ অপরিচিত ছিলেন। লিয়ন হইতে আগমন করিবার পূর্ব্বে তাঁহার যে সদাশয় বন্ধু প্রধান পুরোহিতের নিকট প্রশংসা পত্র দিয়াছিলেন,

তিনি ইহাও বলিয়া দিয়াছিলেন যদি প্রধান পুরোহিতের বাটীর নিকট কোন স্থানে বাসা গ্রহণ করেন, তবে অল্প ব্যয়ে চলিতে পারিবে এবং প্রতিদিন প্রধান পুরোহিতের সভাতে গমনাগমন পূর্ব্বক তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থী হইতে পারিবেন। তৎকালে কোনরূপ অনুগ্রহ লাভ করিতে হইলে যেমন রাজসদস্যের দ্বারে বসিয়া থাকিতে হইত, সেইরূপ প্রধান পুরোহিতের নিকটেও অনুগ্রহ আকাঙ্ক্ষা করিতে হইত। যে সময় পুরোহিত কন্যা সেই জঘন্য প্রকৃতির বৃদ্ধার সহিত কথোপকথন করিতেছিলেন, তখন তিনি নগরের কোন্ অংশে প্রধান পুরোহিতের বাস সেই ঠিকানা পাঠ করিতেছিলেন।

কিন্তু যে সময় পুরোহিত কন্যা পিতার দিকে ফিরিয়া ডেবিড বনিতার পরিচয় দিতে যাইতেছেন, সেই সময় একটী অপ্রিয় অথচ হাস্য-জনক ঘটনা সংঘটিত হইল। পত্রের শিরোনামা এরূপ অস্পষ্ট-ভাবে লিখিত যে, পুরোহিত তদ্‌পাঠে নিমগ্ন। এদিকে অর্দ্ধাশনে শীর্ণ সেই অশ্ব অত্যন্ত লালসার সহিত যে শুষ্ক তৃণ ভক্ষণ করিতেছে, তিনি তাহা দেখিতে পান নাই। ঐ তৃণরাশির উপর শকট হইতে নামাইয়া কতকগুলি পাক-পত্র রাখা হইয়াছিল। অশ্ব মনের উল্লাসে খাইতে খাইতে যেমন তৃণ ধরিয়া টানিল, অমনি পাক-পাত্র গুলি পড়িয়া গেল এবং ভয়ানক শব্দের সহিত তাহার ভগ্নাংশ সমূহ ইতস্তত বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িল। পুরোহিত সেই শব্দে চমকিত হইয়া উঠিলেন— যুবতী চীৎকার করিলেন—এবং শকট চালক পুরোহিত মহাশয়কে ভর্ৎসনা করিতে করিতে ছুটিয়া আসিল। এবং ভয় প্রদর্শন পূর্ব্বক বলিতে লাগিল, তৎক্ষণাৎ ক্ষতি পূরণ করিয়া না দিলে পুলিশ প্রহরীকে আনয়ন করিবে। বৃদ্ধ পুরোহিতের মুখকান্তি অত্যন্ত বিবর্ণ হইয়া গেল—কন্যার চক্ষুদ্বয় দিয়া অশ্রুধারা নিপতিত হইতে লাগিল; কারণ তিনি জানিতেন ক্ষতি পূরণের উপযুক্ত অর্থ তাঁহাদিগের সঙ্গে ছিল না। কিন্তু তৎক্ষণাৎ হেজ-জননী যথেষ্ঠ সম্ভ্রমের সহিত শকট চালককে তাহার উদ্ধত ব্যবহারের জন্য তিরস্কার করিয়া অবিলম্বে ক্ষতি পূরণের দেয় অর্থ ফেলিয়া দিলেন। বৃদ্ধ পুরোহিত যার-পর-নাই বিস্মিত হইলেন এবং তাঁহার কন্যা অশ্রু পূর্ণ লোচনে অকপট কৃতজ্ঞতার চিহ্ন প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

কিন্তু হায়! অয়ি প্রিয়দর্শনা এমিলি! তোমার প্রতি সকলেরই

সহানুভূতি হইতেছে! মৃন্ময় পাক-পাত্রগুলির পতন তোমার অদৃষ্টের অনুরূপ নহে কি? হাঁ, তোমারও পতন ঐরূপে হইবে! এখনই তুমি ঐ পাত্রগুলির ন্যায় ধ্বংস সাগরের তীরে দাঁড়াইয়া কাঁপিতেছে; ধ্বংস যে তোমার অতি সন্নিকট তুমি তাহা কিছুই জানিতেছ না! পাক-পাত্রগুলির ধ্বংস-জনিত যে ক্ষতি হইয়াছিল তাহা অর্থে পূরণ করিল—কিন্তু সংসারে যত ধন আছে, সে সব দিয়াও তোমার বিনষ্ট যশোরাশির ক্ষতি পরিপূরিত হইবে না! কারণ স্ত্রীলোকের সতীত্ব রত্ন বিনষ্ট হইলে তাহা আর পুনর্লাভ হয় না।

সরলা বালা ঐ বর্ষীয়সী হেজ্-জননীকে দেখিবামাত্রই সম্ভ্রান্ত মহিলা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে আবার তিনি স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের যে উপকার করিলেন, তদ্দর্শনে যুবতীর বিশ্বাস আরও দৃঢ়তর হইল এবং তাঁহার পিতাও সহজেই বিশ্বাস করিতে বাধ্য হইলেন। নিম্ন লিখিত বাক্যালাপ পাঠ করিলেই পাঠক বুঝিতে পারিবেন যুবতী ও তাঁহার পিতা পাপিয়সী হেজ্ জননীকে কিরূপভাবে বিশ্বাস করিয়াছিলেন।

এমিলি।—"বাবা, বাবা আপনি শুনিয়া নিশ্চয়ই সন্তুষ্ট হইবেন, আজ জগদীশ্বরের কৃপায় যে দয়াবতী সহৃদয়া আমাদের—এই মহৎ উপকার করিলেন—ইনিই সেই ডেবিড-পত্নী!"

পুরোহিত সাতিশয় আনন্দ ও বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিলেন "ডেভিড-পত্নী!" এবং তৎক্ষণাৎ অশ্ব হইতে লম্ফ দিয়া ভূমিতে অবতরণ পূর্ব্বক দূতীকে সাদর সম্ভাষণের সহিত তাহার কর-মর্দ্দন করিলেন "মহাশয়া, আমি আপনার সমীপে অসীম কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ হইলাম। আপনি অদ্য আমার প্রতি যে অনুকম্পা দেখাইলেন, অর্থ দ্বারা তাহার প্রতিদান করিবার ক্ষমতা আমার নাই; কিন্তু এই পরোপকার দ্বারা স্বর্গে আপনার অক্ষয় ভাণ্ডার সঞ্চিত করিয়া রাখিলেন, ইহা জানিয়া আপনার মনে যে সুখের উদয় হইতেছে তাহাই ইহার যথেষ্ট প্রতিদান। আপনার সেই মহানুভব স্বামী কেমন আছেন, বলুন? সেই মহাত্মাকে কি আমার পুত্র,—প্রিয় পুত্র হেরি—কার্য্য দ্বারা সন্তুষ্ট করিতে পারিতেছে? তিনি বিনা প্রতিভূতে কেবলমাত্র দয়ার বশবর্ত্তী হইয়াই আমার পুত্রকে কার্য্য দিয়াছেন। সেই হিতৈষিকে এযাবৎ

পত্র দ্বারা ধন্যবাদ দিয়াছি। যে সময় তাঁহার সমক্ষে দাঁড়াইয়া নিজ মুখে তাঁহাকে ধন্য-বাদ দিতে পারিব সেই সময় লাভের জন্য আমার মন কতই উৎসুক হইতেছে! এত উপকার করিয়াও আপনাদের মন যেন সন্তুষ্ট হয় নাই, আর আজ আবার আমার কন্যাকে দর্শন করিতে আপনি এখানে আসিয়াছেন। এই সদ্ব্যবহার দ্বারা আমার উপলব্ধি হইতেছে যে, আপনি উহাকে আপনার পরিবারের মধ্যে একটু স্থান দিয়া গ্রহণ করিবেন। হায়, সে তাহার ভ্রাতার এক সঙ্গে থাকিতে পারিলে না জানি কি সুখীই হইবে!”

ঐ কুহকিনী পুরোহিত ও তৎকন্যা সম্বন্ধীয় যে সমস্ত বিষয় জানিবার নিমিত্ত উৎসুক হইয়াছিল, কৃতজ্ঞ, অকপট হৃদয় ও নির্দোষ পুরোহিত স্বীয় কথাবার্ত্তাতে তৎসমুদায় প্রকাশ করিয়া ফেলিলেন। এবং এইরূপ আলাপে দুষ্টচারিণী তাঁহাদের সম্বন্ধে সমুদায় সন্ধান অবগত হইলেন। অনন্তর বৃদ্ধা কহিলেন “মহাশয়! আমি আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি; আমার স্বামী বেশ সুস্থ আছেন এবং সন্তোষের সহিত জানাইতেছি যে, আপনার পুত্র তাঁহাকে সন্তুষ্ট করিতেছে।” অনন্তর হস্ত দ্বারা এমিলির চিবুক ধারণ করিয়া পুনরপি কহিতে লাগিলেন “আপনার এই কন্যাকে আমি আদরের সহিত গ্রহণ করিব। বাস্তবিক ইহাকে সাদরে সম্বর্দ্ধনা করিয়া স্বয়ং উহার তত্ত্বাবধান করিবার নিমিত্ত আপনাদের সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছি; পারিস যেরূপ স্থান ইহাদের মত সরল হৃদয়া বালাদের এখানে সততই অসংখ্য বিপদে পড়িবার সম্ভাবনা।” এই বাক্য শ্রবণ করিয়া, বৃদ্ধ পুরোহিত বহু বাক্য দ্বারা অকৃত্রিম হৃদয়ে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিলেন; এবং কুমারী এমিলির নিঃশব্দ সরল দৃষ্টিতেই তাঁহার অন্তরের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ পাইল।

অনন্তর বৃদ্ধ পুরোহিত কহিলেন “মহোদয়া! আমাকে আপনার নিকট হইতে বিদায় লইতে হইতেছে এবং প্রাণাধিকা এমিলি! তোমার নিকট হইতেও আমি এক্ষণে বিদায় গ্রহণ করিতেছি।” তিনি সাশ্রুনয়নে পুনরপি কন্যাকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিলেন এমিলি! তোমার গর্ভধারিণী আর ইহ-সংসারে নাই; আমি তোমাকে যে সহৃদয়া রমণীর হস্তে রাখিয়া চলিলাম, তিনিই তোমার প্রতি গর্ভধারিণীর ন্যায় ব্যবহার করিবেন। প্রিয় বৎসে! তোমার মঙ্গল হউক; যদিও ইতিপূর্ব্বে আমরা আর কখন পরস্পর বিচ্ছিন্ন

হই নাই, কিন্তু তৎজন্য দুঃখ করা উচিত নহে; কারণ তোমার মঙ্গলার্থেই এরূপ ব্যবস্থা করিতেছি।” অতঃপর সেই বৃদ্ধাকে উদ্দেশ করিয়া কহিলেন; “মহাশয়া, আমাকে ক্ষমা করিবেন; যে বালিকা গত কয়েক বৎসর হইতে আমাকে সান্ত্বনা করিয়া আসিতেছে, অদ্য আমি তাহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণ করিতেছি। অতএব আমার অন্তঃকরণ যদি বিষণ্ণ হইয়া থাকে, তজ্জন্য মার্জ্জনা করিবেন।”

এইরূপ বলিতে বলিতে বৃদ্ধ কন্যাকে আলিঙ্গন করতঃ দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলিতে লাগিলেন এবং নিরতিশয় দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। কিন্তু সরল হৃদয় পুরোহিত জানিতেন না যে, তাঁহার একমাত্র স্নেহের কন্যাকে দুশ্চরিত্রা দূতীর হস্তে রাখিয়া যাইতেছেন! যাহার হস্তে তাঁহার কন্যার ভার দিতেছেন, তিনি বাস্তবিক মহানুভব ডেভিড-পত্নী, বৃদ্ধ এইরূপ প্রত্যয় করিয়াছিলেন।

এমিল্লি তাঁহার বৃদ্ধ পিতাকে এরূপভাবে বেষ্টন করিয়া ধরিয়া রহিলেন যেন তিনি তাঁহার নিকট হইতে চিরবিচ্ছিন্ন হইতেছেন। যুবতীর অন্তঃকরণ এরূপ শোক-পূর্ণ হইয়াছিল যে, তাঁহার বাক্য স্ফূর্ত্তি হইল না।

হেজ্-জননী যেন বিশেষ দুঃখিত হইয়াছেন এরূপ ভাণ করিয়া কম্পিত স্বরে কহিতে লাগিলেন “মহাশয়! তবে আসুন; বৎসে! তুমিও এস; এরূপভাবে তোমাদের শোক করা উচিত নহে—ঐ দেখ সকলেই আমাদের দিকে চাহিয়া রহিয়াছে! আবার শীঘ্রই তোমাদের পরস্পর সাক্ষাৎ হইবে। মহাত্মন্! যখনই আপনার ইচ্ছা হইবে, তখনই কন্যাকে দেখিতে যাইবেন। বিশেষতঃ আপনাকে দর্শন করিলে আমার স্বামী যার-পর-নাই সুখী হইবেন।” তৎপরে এই দৃশ্য শেষ করিয়া তাহার শীকারভূতা সেই বালিকাকে স্বীয় অধিকারে লইবার নিমিত্ত পাপিয়সী পুনর্ব্বার কহিতে লাগিল “মহাশয়! আশা করি আগামী কল্য দুই প্রহরের সময় মদীয় ভবনে মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া আমাদের সম্মান বৃদ্ধি করিবেন।”

“তাহাতে যে কি পর্য্যন্ত আনন্দ লাভ করিব তাহা আমি ব্যক্ত করিতে অসমর্থ।” বৃদ্ধ এই কয়েকটী কথা বলিয়া প্রাণাধিকা কন্যাকে আর একবার শেষ আলিঙ্গন করিলেন এবং সেই কপট ডেভিড-পত্নী নামধারিণীর হস্তে দুহিতাকে অর্পণ করিলেন। ফতলঃ বৃদ্ধ যে অসীম কৃতজ্ঞতাপাশে

আবদ্ধ তজ্জন্য কুহকিনীকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিয়া বিদায় গ্রহণ করিলেন।

অনন্তর দূতী এরূপ সম্ভ্রমের সহিত পদ-ব্রজে গমন করিতে লাগিলেন যেন, তিনি কতই মর্য্যাদাশালিনী কুলকামিনী! এবং তাঁহার সমভিব্যাহারে, বিশ্বস্ত এমিলি যেন কোন প্রকৃত আত্মীয়ের সঙ্গে যাইতেছেন এইরূপ বিনীত ও সলজ্জভাবে গমন করিতে লাগিললেন।

বৃদ্ধ পুরোহিত সজলনেত্রে এক দৃষ্টিতে যতক্ষণ তাহারা বাটীর কোণ ঘুরিয়া অদৃশ্য না হইল, ততক্ষণ তাহাদের দিকে চাহিয়া রহিলেন। অনন্তর কোন্ পল্লীতে প্রধান পুরোহিত অবস্থিতি করেন, তৎসম্বন্ধে জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি জানিয়া লইয়া অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক মৃদু গতিতে তদ্দিকে গমন করিলেন।

কর্ণেল মালেন মঠ দ্বারে দাঁড়াইয়া এই সমস্ত ঘটনা দেখিতেছিলেন। *কিন্তু সে স্থানে হইতে দ্বার এতদূরে ছিল যে, উহাদিগের কথোপকথন বিন্দু* বিসর্গও শুনিতে পান নাই। এক্ষণে দূতীকে কৃতকার্য্য হইতে দেখিয়া আনন্দে ও বিস্ময়ে বলিযা উঠিলেন "হায় পরমেশ্বর! হেজ-জননী অতি আশ্চর্য্যরূপে কার্য্য সমাধা করিল।" জেমস্ রব্‌সন অমনি কহিলেন "হাঁ, হেজ-জননী পক্ষীটীকে ফাঁদে ফেলিয়াছে!" তৎপরে কর্ণেলের সঙ্গে সঙ্গে সাধারণ মন্দিরে প্রতিগমন করিবার সময় মনে মনে বলিতে লাগিলেন "কিন্তু, বন্ধো! এমন সুন্দরী ললনা যে, তোমার হস্তগত ইহা বড় দুঃখের বিষয়; যাহা হউক অদৃষ্টদেখা যাইবে!"

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

ব্যবসায়শিক্ষার্থী যুবকদ্বয়।

ঈশ্বরের সৃষ্ট জীবের মধ্যে মনুষ্য যে সর্ব্ব প্রধান ইহা অতি সার কথা; কিন্তু আবার মানবের কোন্ কার্য্যটী যে সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ তাহা নির্ণয় করা অতীব কঠিন ব্যাপার। সর্ব্ব শক্তিমান ঈশ্বরের পরমাশ্চর্য্য সৃষ্টি কৌশলের সহিত তুলনা করিলে সামান্য মানবের কার্য্য-নৈপুণ্য অকিঞ্চিৎকরমাত্র। মানব জাতির কার্য্যাদি যতই কেন কৌশলময় হউক না, তাহাদিগের মধ্যে যতই কেন জটিলতা থাকুক না, কিন্তু স্বর্গীয় নির্ম্মাণ-কর্ত্তার নির্ম্মাণ কার্য্যের পার্শ্বে ঐ সকলের স্থান দান করিতে হইলে যদিও তৎসমুদায় অতি সামান্য ও জঘন্য বলিয়া প্রতীত হয় বটে, তথাপি এই পৃথিবীতে বিশ্ব শ্রষ্টার অত্যদ্ভুদ্ সৃষ্টির মধ্যে মনুষ্য কৃত এমন অনেক কার্য্য আছে, যাহা দর্শন করিলে মানব-জাতির বুদ্ধি, ক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের গুণানুবাদ না করিয়া ক্ষান্ত থাকা যায় না।

মানব যতই সভ্য ও উন্নত হইতেছে, ততই নানাবিধ শিল্পের আবিষ্কার করিতেছে। কিন্তু সভ্য ও অসভ্য জীবনের পার্থক্য নির্দ্দেশ বস্ত্র-বয়ন নৈপুণ্য যত উৎকৃষ্টরূপ করিতেছে, এত আর কিছুতেই নহে। অসভ্য জাতীয় লোকেরা শঙ্খাদি রত্ন দ্বারা ও বন-জাত পুষ্প সমূহে স্ব স্ব দেহ অলঙ্কৃত করিয়া থাকে বটে, তাহারা মৃগাদি পশু-চর্ম্ম পরিহিত পূর্ব্বক শীত হইতে শরীর রক্ষা করে বটে, পত্রাচ্ছাদন দ্বারা স্বীয় স্বীয় নগ্নাবস্থার অপনোদন

করে বটে, কিন্তু সুসভ্য জনপদে বস্ত্র-বয়নরূপ শিল্পের প্রভাবে যে সকল সুখ-কর পরিচ্ছদাদি ব্যবহৃত হইতেছে তাহার কোন সুখই তাহারা উপভোগ করিতে সমর্থ হয় না। বয়ন-যন্ত্রের প্রসাদ স্বরূপ এই সকল পরিচ্ছদ আমরা প্রাপ্ত হইয়া থাকি। অতএব বয়ন-যন্ত্রের আবিষ্কার যে, মানব জাতির একটী মহৎ কার্য্য ইহা সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হইবে।

দেখ নরজাতির শিল্প-নৈপুণ্যে ইংলণ্ডের কিরূপ শ্রীবৃদ্ধি সংসাধিত হইয়াছে। আজ ইংলণ্ড পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্ব প্রধান বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। অনূন্য দুই শত বৎসর পূর্ব্বে ইংলণ্ড দ্বীপে সভ্যতার কোন লক্ষণই পরিলক্ষিত হইত না। তত্রত্য অধিবাসীগণ গিরি গহ্বরে বাস ও শীকার লব্ধ পশু মাংস আহর করিয়া জীবিক নির্ব্বাহ করিত। কিন্তু সভ্যতার আলোকে ও শিল্প কৌশলের প্রভাবে আজ সেই ইংলণ্ড পৃথিবীর শিরো-ভূষণ, এই সকল শিল্প-নৈপুণ্যের মধ্যে বয়ন-চাতুর্য্য একটী প্রধান। কারণ মনুষ্য জাতির মধ্যে তন্তুবয়নের কার্য্য যেরূপ সভ্যতার পরিচায়ক ও গৃহস্থের সুখ সচ্ছন্দতার উপযোগী এবং বাণিজ্যের উন্নতি বিধায়ক, সেরূপ আর কোন কার্য্য নহে। কিন্তু কি আক্ষেপের বিষয়, সংগ্রাম শান্তি স্থাপন করিবার নিমিত্ত এই সকল ব্যবসায়ের কতই ক্ষতি করিতেছে! সংগ্রামের উদ্দেশ্য এই যে, শান্তি স্থাপন দ্বারা উপভোগ লালসা বৃদ্ধি করিয়া দিবে। কিন্তু বীভৎস সমর একদিকে, আমাদের সুখস্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধি করিতে গিয়া অপর দিকে কতই অনিষ্ট করিতেছে! সমর, তন্তুবায়দিগকে তন্ত্র হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া লইতেছে, কৃষকগণকে হল-চালন হইতে আকর্ষণ করিতেছে। কারণ ঐ সকল ব্যবসায়ীদিগকে লইয়া সৈন্য-শ্রেণীভুক্ত করা হইতেছে; যুদ্ধার্থে দেশ বিদেশে প্রেরণ করা হইতেছে এবং পোত-বক্ষে আবদ্ধ করা হইতেছে! কিন্তু এই সংগ্রাম হইতে আমরা কি লাভ করিতেছি? লোকে বলিবে খ্যাতি অর্থাৎ যশোলাভ হইতেছে! কিন্তু একবার বিবেচনা করিয়া দেখ, সেই সঙ্গে সঙ্গে কত কর-ভার বহন করিতে হইতেছে! এই কর জলোকার ন্যায় সকল জাতির শোণিত শোষণ করিতেছে। শ্রমশীল ব্যক্তিগণ দেহের সারাংশ ক্ষয় করিয়া যে ধনাগম করিতেছেন, তদ্দারা ক্ষুধা শান্তি হইতেছে। ফলতঃ আহারের নিমিত্ত যে

সামান্য দ্রব্য ক্রয় করিতে হইতেছে ; তজ্জন্য কর দিতে হইতেছে। পরিচ্ছদের নিমিত্ত কর-ভার বহন করিতে হইতেছে, এতদ্ভিন্ন যে কোন দর্শন-যোগ্য ও শ্রবণোপযোগী বিষয়ের জন্যও কররাশি অর্পণ করিতে হইতেছে। আলোকের নিমিত্ত কর দিতে হইতেছে। এক স্থান হইতে স্থানান্তরে গমন করিতে হইলে কর-ভার বহন করিতে হইতেছে। জ্ঞান বিস্তারের জন্য পুস্তকাদি প্রকাশ করিতেও কর বহন করিতে হইতেছে। এই কর দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত বিচরণ করিতেছে! কৃষকগণের নিকট হইতে তাহাদিগের স্বহস্তোৎপন্ন শস্যের অংশ গ্রহণ করিতেছে ; শিল্পকারগণের শিল্প-সম্ভূত আয়ের অংশ লইতেছে। ফলতঃ যে মুহূর্ত্ত কোন অভিনব বিষয়ের আবিষ্কার হইতেছে, অমনি কররূপ শয়তান তাহার স্কন্ধে চাপিতেছে! ধনীগণের বহু মূল্য আহারীয়ের উপর এবং দরিদ্রদিগের কষ্টার্জ্জিত শাকান্নের উপর কররূপ বাদুড় পক্ষ বিস্তার করিয়া বসিতেছে! কিন্তু দরিদ্র ব্যক্তিদিগকে তজ্জন্য কত ক্লেশ ভোগ করিতে হইতেছে। সে সমস্ত দিন কঠোর পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু আনিতেছে, কর তাহার কিয়দংশ গ্রাস করিতেছে! সুতরাং তাহার আর কষ্টের সীমা রহিতেছে না, বস্তুতঃ করের কি ভয়ানক উৎপীড়ন ; কিছুতেই কি উহার তৃপ্তি নাই? মৃত্যু-শয্যায় শয়ন করিয়াও করের হস্ত হইতে উদ্ধার নাই ; দানপত্র করিতে কর দিতে হইতেছে, এবং বিচারালয়ে তাহা সপ্রমাণ করিতেও কর দিতে হইতেছে। এমন কি অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ায় যে ব্যয় হইতেছে, সেই অর্থ হইতেও কর স্বীয় অংশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠিত হইতেছে না! সহজ কথায় এই বলিতে পারা যায়, লোক যখন ইহসংসার ত্যাগ করিয়াছে, তখনই কেবল, করের হাত হইতে মুক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়!

এক্ষণে আমরা পাঠকগণকে "সওদাগর পটি" নামক স্থানের তন্ত্রাগারের ভিতর একবার দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে অনুরোধ করি। রাজধানীর মধ্যে এই শিল্পাগার সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার একমাত্র ধনকুবের স্বত্বাধিকারীর নাম ডেভিড। ডেভিড একজন সম্ভ্রান্ত নগরবাসী এবং তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র সমধিক বিস্তৃত। এই তন্ত্রাগারে একটী বৃহৎ, বায়ুচালনযুক্ত এবং আলোকময় প্রকোষ্ঠে কতকগুলি তন্ত্র ছিল। এই কার্য্যালয়টী ১৬৮৫ সালে ডেভিডের

পিতা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং ১৭২১ সাল হইতে ডেভিড ইহার স্বত্বাধিকারী ইহা সকলেই অবগত আছেন। এই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যথার্থ নাগরিকাখ্যার উপযুক্ত পাত্র। তিনি সাধু-ভর্ত্তা, সু-পিতা এবং অনুচরবর্গের প্রতি অতিশয় দয়ালু ছিলেন। তাঁহার চরিত্রে কোন দোষ ছিল না। 'যাহারা তাঁহাকে' জানিত তাহারা সাধুতা ও সম্মানের উদাহরণ দিতে হইলে তাঁহার নাম উল্লেখ করিত। তাঁহার স্বভাব মহৎ ও সদয় ছিল। তিনি যাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেন, মাসে মাসে বেতন দিলেই যে, তাঁহার দায়িত্ব শেষ হইত,এমন বিবেচনা করিতেন না। তিনি তাহাদিগের প্রতি বন্ধুর ন্যায় ব্যবহার করিতেন। এবং সর্ব্বদাই চিন্তা করিতেন তাঁহার সহিত তাঁহাদিগের এ প্রকার বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধ আছে। তিনি যাহাদিগকে কার্য্যে নিয়োগ করিতেন তাহা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইলে তাহাদিগকে পুরস্কার দিতেন। তাহারা আবার পুরস্কারের বিনিময়ে যথাসাধ্য পরিশ্রম করিত সুতরাং তাঁহার যথেষ্ট লাভও হইত। এইরূপে নিয়োগ-কর্ত্তা ও নিযুক্তগণের মধ্যে পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস ও নির্ভর ছিল; এজন্য নিয়োজিত ব্যক্তিরা কখন প্রভুর সমক্ষে উদ্ধতাচরণ করিত না এবং নিয়োগ-কর্ত্তাও কখন তাহাদিগের প্রতি অসদাচরণ করিতেন না। তাঁহাদিগের উভয় পক্ষে এইরূপ প্রশংসনীয় সম্প্রীতি থাকাতে ডেভিড অতিশয় সুখে কাল যাপন করিতেন। এবং তাহারা যে প্রভুর ভাল-বাসার যোগ্য ও ডেভিড তাহাদিগকে সেইরূপ দেখিতেছেন ইহা জানিতে পারিয়া আশ্রিত ব্যক্তিরাও যার-পর-নাই সুখে কাল কাটাইত।

পূর্ব্বোক্ত প্রকোষ্ঠে কতকগুলি তন্ত্র ছিল, তন্মধ্যে প্রায় সকলগুলিই খাটি-তেছিল এবং সেই সকলের শব্দ বিমিশ্রিত হইয়া এমন এক প্রকার ঐকতান শব্দ হইতেছিল যে, তাহা শ্রবণ করিয়া ব্যবসায়ীর মন বিমোহিত হইতেছিল। এই কার্য্যালয়ে কেবল এক ব্যক্তি কার্য্য না করিয়া অলসভাবে বসিয়া-ছিল। সুতরাং তাহার হস্তস্থিত বয়ন-শলাকা (মাকু) অনিযুক্ত ছিল। প্রভু অনেকবার সামান্য সামান্য মৃদু তিরস্কার ও নানাবিধ প্রবল যুক্তি দ্বারা হেনরী হেমিংস্‌কে অলস-স্বভাব ও অসৎ চরিত্র হইতে উদ্ধার করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার সমুদায় চেষ্টাই বিফল হইয়াছে। কারণ হেনরী আলস্য ও পাপের সম্পূর্ণ বশীভূত হইয়া পড়িয়াছে। আরও দুঃখের

বিষয় এই যে, কেবল কৃপাবশতঃ ও জনৈক বন্ধুর অনুরোধে ডেভিড এই হতভাগ্য যুবককে কার্য্যে গ্রহণ করিয়াছিলেন। সুতরাং নিয়মিত অর্থ গচ্ছিত রাখিয়া ইহাকে কার্য্যে প্রবেশ করিতে হয় নাই। এই যুবকের পিতা বৃদ্ধ পুরোহিত ডেভিডের বন্ধুর অন্যতম বন্ধু।

অলস ও অসচ্চরিত্র হেন্‌রী হেমিঙ্‌সের পশ্চাদ্দিকে ফ্রাঙ্ক গুড্ চাইলড্ নামক যে শিক্ষানবিশ কার্য্য করিতেছিল তাহার স্বভাব হেন্‌রী হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ফ্রাঙ্ক সৎ, ধীর ও পরিশ্রমী। এই যুবক অত্যন্ত কর্ম্মঠ, সুবুদ্ধি এবং কার্য্য-প্রিয়। আর স্বীয় প্রভুর সদয় ভাব রক্ষা করিবার নিমিত্ত নিয়ত যত্নবান থাকিত। তাহার সরল ও অকপট মুখ-শ্রী দেখিয়া তৎপরে হেন্‌রী হেমিঙ্‌সের বিষণ্ণ অধোবদন দর্শন করিলে পরস্পরের সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব উপলব্ধি হইত। ফ্রাঙ্ক নির্ভয়ে যে কোন ব্যক্তির মুখের দিকে চাহিতে পারিত; কিন্তু হেন্‌রী যাহাদিগকে আপনা অপেক্ষা ভাল জ্ঞান করিত তাহাদিগের মুখের দিকে চাহিতে কুণ্ঠিত হইত।

পূর্ব্ব দুই পরিচ্ছেদে আমরা যে দিনের ঘটনার কথা বর্ণনা করিয়াছি, তাহার পরদিন বেলা প্রায় দুই প্রহরের সময় ডেভিড তাঁহার কার্য্যালয়ের দ্বারে উপস্থিত হইলেন। কার্য্যনিরত শিক্ষানবিশগণের মাকু বিমিশ্রিত শব্দ কর্ণে প্রবিষ্ট হইবামাত্রেই তাঁহার হৃদয় আহ্লাদ ও উপচিকীর্ষায় পরিপূর্ণ হইল এবং তদীয় প্রফুল্লাননে তৎসমুদায় প্রতিফলিত হইতে আরম্ভ করিল। কিন্তু যে স্থানে হেন্‌রী হেমিঙ্‌স্ বসিয়া থাকিত সেই স্থানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবামাত্রই তাঁহার সেই প্রসন্নমুখমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন হইল। এই অলস শিক্ষানবিশ তন্ত্রের একখানি ঊর্দ্ধতন কাষ্ঠের উপর মস্তক রক্ষা করিয়া অকাতরে নিদ্রা যাইতেছিল! এবং একটী বিড়াল তাহার মাকু লইয়া ক্রীড়া করিতেছিল। নিকটবর্ত্তী ভূ-পতিত দস্তার পান-পাত্র দেখিয়াই জানা যাইতেছিল যে, হেন্‌রী মদিরা পান করিয়াছিল, সুতরাং সে সম্পূর্ণ কার্য্যের অযোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। তাহার চতুঃপার্শ্বে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেই জানিতে পারা যায় যে, আলস্য, অপরিণাম-দর্শিতা ও অপবিত্রতা তথায় বিরাজ করিতেছে। তাহার তন্ত্রের উপরি ভাগে একখানি কাষ্ঠে একটী কুৎসিত প্রেম-সংগীত আঁটা রহিয়াছে। কোন স্থানে তামাকু সেবনোপযোগী একটী মলিন নল পড়িয়া রহিয়াছে। ইহা দ্বারা স্পষ্টই

জানা যাইতেছে যে, হেন্‌রীর ধূমপানাভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে। আর এক স্থানে "শিক্ষানবিশগণের পরিচালক" নামক পুস্তকখানি গড়াগড়ি যাইতেছে; এই পুস্তকের পত্রগুলিতে দাগ পড়িয়াছে অথবা কোন কোন পত্র একবারে ছিঁড়িয়া গিয়াছে। এবং অবশিষ্টগুলি কুঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে। তাহার পরিধান বস্ত্রাদির স্থানে স্থানে ছিন্ন এবং মদিরাসিক্ত প্রযুক্ত অতিশয় দুর্গন্ধময়। কেশ-রাশি অপবিষ্কৃত ও ছিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত। ফলতঃ তাহার মূর্ত্তি দর্শন করিলেই মনে হয় যেন দুশ্চরিত্রতা ও আলস্য একাধারে বর্ত্তমান রহিয়াছে!

ডেভিড এই কষ্ট-কর দৃশ্য হইতে চক্ষু ফিরাইয়া যে স্থলে পরিশ্রমী শিক্ষা-নবিশ কার্য্য করিতেছিল, তথায় দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেন। কারণ তিনি যেন জানিতেন যে, এই ঘৃণিত দৃশ্যের পর ফ্রাঙ্কের দিকে চাহিলে যথেষ্ট উপশম বোধ করিবেন। যথার্থই তিনি সেদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া দেখিলেন, সেই পরিশ্রমী যুবক একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতেছে, তাহার মুখে ঈষৎ হাস্যের চিহ্ন পরিলক্ষিত হইতেছে; এবং বোধ হইতেছে যেন তাহার হৃদয়ে কোন আনন্দ-জনক চিন্তা বিরাজ করিতেছে। যুবকের সেই সৌম্যমূর্ত্তিতে প্রকাশ করিতেছে যে, তাহার মন সুস্থির, প্রকৃতি সৎ এবং যোগ্যতা অসীম। যদিও তাহার পরিচ্ছদ অতি সামান্য কিন্তু সেগুলি অতি যত্নের সহিত রাখা হইয়াছে। তাহার কেশ মার্জ্জিত ও পশ্চাদ্দিকে নিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। ললাটদেশ প্রশস্ত এবং তাহাতে বুদ্ধিমত্তার লক্ষণ বিকাশ পাইতেছিল। ধর্ম্মভাব কিম্বা সৎকার্য্যে প্রতিযোগিতা উদ্দীপক কতকগুলি সঙ্গীত তাহার পশ্চাৎদিকের গৃহ-প্রাচীরে সংলগ্ন ছিল। এক স্থানে লুইটিংটনের চরিত্র ও কার্য্যকলাপ বর্ণিত ছিল। ইনি প্রথমে একজন সামান্য দরিদ্র বালক ছিলেন; পরিশেষে স্বীয় অসাধারণ কর্ম্মশীলতা ও সাধু উদ্যম বশতঃ 'মেয়র' পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পরিশ্রমী ফ্রাঙ্কের তক্তের সন্নিকট কতকগুলি সঙ্গীত ছিল, সে সমস্তই যেন বলিয়া দিতেছিল যে, এই যুবক অসৎকর্ম্মে ব্যয় না করিয়া স্বীয় বেতনের টাকা কয়েকটী সদুদ্দেশ্যেই ব্যয় করিয়া থাকে। "পরিচালক" পুস্তকখানি তন্নিকটেই খোলা ছিল, তাহা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। যুবক একটু অবসর পাইলেই যে, তাহা পাঠ করিত ও সদুপদেশ এবং সৎশিক্ষা লাভ করিতে যে সর্ব্বদা উৎসুক তাহা সুস্পষ্ট প্রমাণ হইতেছিল।

ডেভিড—শ্রম-শীল যুবকের দিকে সরিয়া গিয়া অতিশয় বাৎসল্যের সহিত কহিলেন "বা, ফ্রাঙ্ক! সকল সময়েই কার্য্যে নিযুক্ত আছে? আমি যখন তোমার দিকে প্রথম দৃষ্টি নিক্ষেপ করি, তখন তুমি হাসিতেছিলে না?"

যুবক কার্য্য হইতে বিরত না হইয়া নিয়োগ-কর্ত্তার দিকে মুখ তুলিয়া কহিল "আজ্ঞা হাঁ, মহাশয়, আমি সত্যই হাসিতেছিলাম। যতক্ষণ কোন কথা কহেন নাই, ততক্ষণ যে আপনি ওখানে ছিলেন তাহা আমি জানিতে পারি নাই।"

"সম্ভবতঃ জানিতে পার নাই; কারণ তুমি একাগ্রচিত্তে কার্য্য করিতেছিলে। ঐ কার্য্যের সুবিধা এই যে, কার্য্যে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও চিন্তা করিবার কোন ব্যাঘাত হয় না। আর যদি বিষয় সৎ হয়, তবে চিন্তাতে বিশেষ উপকারও আছে। তুমি যে বিষয় চিন্তা করিতেছিলে তাহা কি আমি জানিতে পারি।"

যুবক প্রফুল্ল-চিত্তে উত্তর করিল "অবশ্য জানিতে পারেন। মহাশয়! আমি লণ্ডনের মাননীয় মেয়র লুইটিংটনের সম্বন্ধীয় গানটী মনে মনে গাহিতেছিলাম। আর বিস্ময়ের সহিত চিন্তা করিতেছিলাম, যদি আমিও ঐরূপ অসাধারণ পরিশ্রম ও সদাচরণ করি, তবে আমারও সেইরূপ সৌভাগ্য হইতে পারে কি না।"

ডেভিড স্নেহভাবে যুবকের স্কন্ধদেশে হস্ত রাখিয়া কহিতে লাগিলেন "ফ্রাঙ্ক! উহাকে সৌভাগ্য কহিও না। 'সৌভাগ্য বলিলে যেন অদৃষ্ট বুঝায়, তাহা ভাল নহে। তুমি ইহা বেশ জানিও যে, আমরাই আমাদের সৌভাগ্য লাভের মূলকর্ত্তা এবং আমরাই আমাদের সর্ব্বনাশের অধিনায়ক। কৃতী হইবার উপকরণ আমাদের শরীরেই আছে। যদি আমরা সেইগুলির ব্যবহার বুঝি ও বুঝিয়া চলি, তাহা হইলে সকল কার্য্যে কৃতকার্য্য হইতে পারি। কিন্তু তাহা না করিয়া অনেক লোকে নিজের ঔদাস্য, অপরিণামদর্শিতা, এবং আলস্য বশতঃ যে সকল বিষয়ে অকৃতকার্য্য হয়, সে সকল দুরদৃষ্টপ্রযুক্ত হইতেছে, এইরূপ কহিয়া থাকে। যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা করে, আমি কৃতকার্য্য হইব এবং সে যদি সেই প্রতিজ্ঞানুযায়ী কার্য্য করে, তবে তাহার কখন আশা ভঙ্গ হয় না। কারণ সে অধ্যবসায় গুণে সকল বাধা বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া থাকে। কিন্তু হায়! ঐরূপ যুবা ব্যক্তি দ্বারা আমরা কি পর্য্যন্ত আশা করিতে পারি?"

এই বলিয়া ডেভিড দুঃখিতভাবে অলস্ শিক্ষানবিশ হেন্‌রী হেমিঙ্‌সের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন।

ফ্রাঙ্ক গুড্ চাইল্ড বাদান্যভাবে কহিয়া উঠিলেন "মহাশয়! আপনি উহার উপর রাগ করিবেন না! এখনও সুধরাইবার উপায় আছে।"

ডেভিড ঘাড় নাড়িলেন এবং অলস যুবকের দিকে অগ্রসর হইয়া কহিলেন "কি! দুই প্রহর বেলাতেই নিদ্রা যাইতেছ! হ্যারি,—হ্যারি—(একটু কড়াভাবে কহিতে লাগিলেন, হেন্‌রী জাগরিত হইয়া চক্ষু মুছিতে ও হাই ছাড়িতে লাগিল) তুমি এরূপ করিলে কখনই চলিবে না! বাস্তবিক তোমাকে বলিয়া বলিয়া আমি বিরক্ত হইয়া গিয়াছি; তুমি যে কেবল নিজের স্বার্থ নষ্ট করিতেছ এরূপ নহে, তুমি তোমার নিয়োগ-কর্ত্তারও বিস্তর ক্ষতি করিতেছ আর তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিয়াছ।"

হেমিঙ্‌স স্বীয় প্রভুর দিকে দৃষ্টি উন্নত করিতে পারিল না, কিন্তু অপ্রসন্নভাবে উত্তর করিল "মহাশয়! যখন ঘুম আসিয়া পড়ে, তখন আর আমি নিদ্রা না যাইয়া থাকিতে পারি না।"

ডেভিড হস্তস্থিত যষ্টি দ্বারা পান-পাত্রটী দেখাইয়া কহিলেন "তুমি এত সুরাপান করিতে পার অথচ নিদ্রা রক্ষা করিতে পার না; সে যাহা হউক আমি কখনও তোমার পিতাকে দেখি নাই বটে, কিন্তু তাঁহার সম্বন্ধে যাহা যাহা শুনিয়াছি, তদ্দারা প্রতীত হইয়াছে যে, তিনি একজন যথাযোগ্য মাননীয় ব্যক্তি। অতএব তাঁহার মনে ব্যথা দিতে আমার বড়ই কষ্ট হইবে। কিন্তু যদি তুমি শীঘ্রই তোমার চরিত্র সংশোধন না কর, তবে নিশ্চয়ই আমার কার্য্য হইতে তোমাকে অবসৃত করিতে তোমার পিতাকে অনুরোধ করিব। তুমি জান ত তোমার পিতা সত্বর পারিসে আসিবেন এবং আমার স্ত্রী তোমার ভগ্নীকে মদীয় কন্যার সখীরূপে গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন।"

হেন্‌রী উত্তর করিল "আমি সে সম্বন্ধে কিছু কিছু শুনিয়াছি বটে; কিন্তু কোনরূপ যে বন্দোবস্ত স্থির হইয়াছে তাহা জানিতাম না।"

ডেভিড উত্তর করিলেন "বন্দোবস্ত এরূপ হইয়াছে যে, আমি বোধ করিতেছি, তোমার ভগ্নী আর পিতা রাস্তায় উঠিয়াছেন। অতএব

তোমাকে সতর্ক করিতেছি, তোমার পিতা এখানে উপস্থিত হইলে তাঁহার সম্মুখে তোমার সম্বন্ধে যেন কোন মন্দ কথা বলিতে না হয় ইহা যদি ইচ্ছা কর, তবে এখন হইতে চরিত্র সুধরাইতে চেষ্টা কর।”

এই কথাগুলি বলিয়া ডেভিড চলিয়া গেলেন, এবং তিনি যে, মুখ ফিরাইলেন, অমনি অলস যুবা বিকৃতভাবে মুখভঙ্গী করিয়া মনে মনে বলিতে লাগিল “বৃদ্ধ! একার্য্য করিতে করিতে আমি ত্যক্ত হইয়া পড়িয়াছি এবং যত শীঘ্র তোমার নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে পারি, ততই মঙ্গল। কি পরিতাপের বিষয় যে আমি সম্ভ্রান্ত ধনী সন্তান হইয়া জন্ম গ্রহণ করি নাই।”

এদিকে ডেভিড প্রত্যেক কর্ম্মচারীর প্রতি দুই একটী সদয় বাক্য প্রয়োগ করিয়া—যাহাদিগের বিবাহ হইয়াছে তাহাদিগের পারিবারিক স্বাস্থ্য ও অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করিয়া এবং সকলেরই সুখস্বচ্ছন্দতার জন্য উৎকণ্ঠা দেখাইয়া তন্ত্রাগার হইতে চলিয়া গেলেন। এইরূপে ডেভিড মহোদয় তাঁহার পরিদর্শন সমাপ্ত করিয়া পদব্রজে গির্জ্জার নিকট প্রতিষ্ঠিত গুদাম গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন।
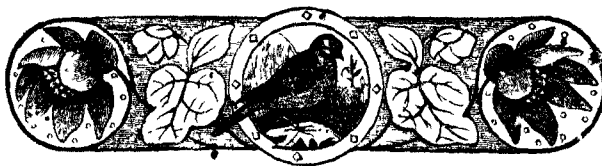
ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

প্রলোভক।

ডেভিড সওদাগরপটির কার্য্যালয় ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবামাত্রই নিকটবর্ত্তী মদিরালয় হইতে সুরাবাহক বালক ভৃত্য তথায় প্রবেশ করিল। ভৃত্য যেভাবে উপস্থিত হইল তাহাতে বোধ হইল যেন, হেরী প্রাতঃকালে যে পাত্রে মদ্য পান করিয়াছে, সেই দস্তা নির্ম্মিত পান-পাত্রটী পুনঃ গ্রহণ মানসে আসিয়াছে, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। বালক তাহার নিকট কোন সংবাদ দিতে আসিয়াছে। অলস শিক্ষানবিশ বালকটীকে দণ্ডায়মান থাকিতে দেখিয়া জিজ্ঞসা করিল "কি হে! যখন বিয়ার আনিয়াছিলাম, তখন তোমায় মূল্য দিই নাই কি?"

দুষ্ট বালক কহিল "হাঁ," তদনন্তর অনুচ্চ স্বরে সম্বোধন করিয়া কহিল "মহাশয়! আমাদের ওখানে একটী ভদ্রলোক আসিয়াছেন, তিনি এই মুহূর্ত্তেই আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিতে চাহেন, তিনি আরও কহিয়া দিয়াছেন, এ সংবাদ যেন আর কেহ না শুনে।"

হেষ্টিংস তাহাকে কহিল "সে ত এক বিভিন্ন কথা;" তদনন্তর মনে মনে বলিতে লাগিল "আমি বুঝিতেছি, কে আসিয়াছে;—যাহা হউক তাঁহাকে কহিও যে গতিকেই হউক মুহূর্ত্ত মধ্যে আমি তথায় যাইতেছি।"

বালক প্রস্থান করিল; হেন্‌রী যে দেখিল তত্ত্বাবধায়ক পৃষ্ঠ ফিরাইল, অমনি সে একটী ছল করিয়া কার্য্যালয় হইতে বাহির হইল এবং যে ব্যক্তি

মদিরালয় হইতে তাহাকে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল, মুহূর্ত্ত মধ্যে তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল।

যে ব্যক্তি এই যুবককে ডাকিয়া পাঠাইয়াছিল তাঁহার বয়ঃক্রম আনুমানিক ছাব্বিশ কি সাতাইস বৎসর হইবে এবং তাঁহার পরিচ্ছদ সাদা-সিদে, সর্ব্ব বিকার জাঁকজমক শূন্য; কিন্তু যদিও তাঁহার পরিচ্ছদ লোকের মন আকর্ষণ করিতে পারে নাই বটে, তথাপি তিনি এরূপ গাঢ় পরচুল ধারণ করিয়াছিলেন যে, সে মূর্ত্তি দর্শন করিলে সকলেরই মনে কৌতুহল সঞ্চার হইতেছিল। নিবিড় শ্মশ্রু-রাজি মুখের দুই পার্শ্বে প্রায় এক ইঞ্চ উচ্চ হইয়া আসিয়া চিবুকের নিম্নদেশে মিশিয়াছে। গোপ জোড়াটীও সেইরূপ বিকটাকার ধারণ করিয়া ওষ্ঠের দুই পার্শ্বে বিস্তৃত ছিল এবং যখন অধরোষ্ঠ সংলগ্ন হইত, তখন গুম্ফরাশি তাঁহার মুখমণ্ডল সম্পূর্ণরূপে আচ্ছাদিত করিত। মুখমণ্ডলে এতাধিক কেশ থাকাতে তাঁহার আকার অতি ভয়ঙ্কর হইয়াছিল এবং সহসা তন্নিকট গমন করিতে কাহারও সাহস হইত না। লোকের সহিত কথোপকথনের সময় সেই গুম্ফযুগের নিম্ন হইতে যখন তাঁহার দীর্ঘায়াতন শুভ্র দন্তগুলি দেখা যাইত, তখন তাঁহাকে বাস্তবিকই অসভ্য বন্য জাতীয় লোক বলিয়া প্রতীত জন্মিত।

যুবক আসিয়া তাঁহার পার্শ্বে আসন গ্রহণ করিল দেখিয়া এই অদ্ভুদ্-দর্শক লোকটা বলিলেন, "প্রিয় বালক হ্যারি! পুনর্ব্বার তোমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া আমি সুখী হইলাম। তোমাকে বিশেষ করিয়া কোন কথা বলিতে চাহিয়াছিলাম, তন্নিমিত্ত এখানে আসিয়াছি। তোমাকে ডাকাইবার জন্য বালক ভৃত্যটীকে কার্য্যালয়ে প্রেরণ করায় বোধ হয় কোন দোষ হয় নাই?"

হেরী উত্তর করিল "কিছুমাত্র নহে, মহাশয়; বাস্তবিক, ডালটন্! আমি আপনার সহিত সাক্ষাৎ করিবার নিমিত্ত বড়ই উৎসুক হইয়াছি; কারণ এই কারখানাতে থাকিয়া আমি অত্যন্ত বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি, আর পূর্ব্ব দর্শনকালে আপনি আমাকে যে বিষয় কহিয়াছিলেন, কেবল তাহাই চিন্তা করিতেছি।"

সেই লোমশ বীভৎসমূর্ত্তিবিশিষ্ট ব্যক্তি উত্তর করিলেন "সেই সময়

তোমাকে যাহা বলিয়াছিলাম, আজ তাহা কার্য্যে পরিণত করিব বলিতে আসিয়াছি। আমাদের এখানে যে কিছুই নাই দেখ্‌চি? এক বোতল মদিরা আনা যাইবে কিম্বা ব্রাণ্ডি চাই? একটী বড় আহ্লাদের বিষয় যে, এখন আমরা ভিন্ন এ গৃহে আর কেহই নাই, কারণ আমাদের বিস্তর কাজের কথা আছে।"

হেরী উত্তর করিল "হাঁ, আমাদের বিশেষ সৌভাগ্যের বিষয় বটে। মদিরা ও ব্রাণ্ডির মধ্যে কোন্‌টী চাই এ কথা আপনি আমায় জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন না? অতএব মদিরার জন্য প্রস্তাব করিতেছি; উহা আমি বড় ভালবাসি এবং অনেক দিন পান করি নাই।"

অনন্তর আগন্তুক ব্যক্তি সাঙ্কেতিক ঘণ্টাধ্বনি করিয়া যুবককে কহিলেন "যাহা এত ভালবাস, যদি তুমি প্রতিদিন তাহা খাইতে পারগ হইয়াও না খাও, তবে সে দোষ তোমার। একজন সম্ভ্রান্ত ভদ্রলোকের ন্যায় অর্থ ব্যয় করিয়া জীবন যাপন করিতে পারিবে, এরূপ অবস্থায় যদি তোমাকে উপস্থিত করিতে না পারি, তবে আমার নাম জেমস্‌ ডালটনই নহে।"

হেরি হৃষ্টচিত্তে বলিয়া উঠিলেন "নিঃসংশয়ে কহিতেছি, আমার একান্ত ইচ্ছা যে, আপনি সেইরূপ করিবেন" ইতিমধ্যে তাঁহার আদেশ পালনের নিমিত্ত বালক ভৃত্যকে আসিতে দেখিয়া হেমিংস্‌ ক্ষান্ত হইলেন।

তৎক্ষণাৎ মদিরা আনিতে আজ্ঞা দেওয়া হইল এবং বালক মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা আনিয়া উপস্থিত করিল। অনন্তর বালক চলিয়া গেলে হ্যারী যেরূপভাবে গ্লাস পূর্ণ করিয়া মদিরা পান করিতে লাগিল, তদ্দর্শনে বেশ অনুভব হইল যে, তাহার মদ্য পানাভ্যাস বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছে।

যে কথাবার্ত্তা মুহূর্ত্তের জন্য বন্ধ হইয়াছিল, ডালটন সেই সূত্র অবলম্বন করিয়া বলিতে আরম্ভ করিলেন, "হ্যারি! সে বিষয়টী যে কি তাহা এখন তোমায় বলিতেছি; তুমি যদি জীবনের সর্ব্বোৎকৃষ্ট সময় ঐ ঘৃণার্হ তন্ত্রাগারে নষ্ট করিতে সম্মত হও, তাহা হইলে তোমার বুদ্ধিভ্রংশ হইয়াছে। এই দেখ আমি—কেমন স্বাধীন ভদ্রলোক; আমার হস্তে প্রচুর অর্থ আছে; ইহা যে ফুরাইবে, সেই আবার কেমন করিয়া অর্থ সংগ্রহ করিতে হইবে আমি তাহা বেশ জানি। তজ্জন্য অর্থ ব্যয় করিতে আমি একটুমাত্রও ভয় করি না।

আমি বেশ সুখে ও আনন্দে জীবন কাটাইতেছি, এতদ্ব্যতীত আমার যখন ইচ্ছা হয়, তখনই নগরের সম্ভ্রান্ত সম্প্রদায়ে মিশিয়া থাকি। বাল্যকাল হইতে আমি কখনই খাটিয়া কিম্বা কার্য্য করিয়া এক কপর্দ্দকও উপার্জ্জন করি নাই এবং কখন করিবও না।"

হেরী বিস্ময়ের সহিত আগন্তুক বক্তার দিকে দৃষ্টি করিতে করিতে কহিল "বোধ হয়, আপনার পিতা মাতা বর্ত্তমান ছিলেন, এবং তাঁহারা আপনার প্রতি যত্ন করিতেন?"

ডালটন হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন, "হাঁ, যথেষ্ট যত্ন করিয়াছেন। ঐই শুন,—তোমাকে কহিতেছি" এই বলিয়া অতি মৃদুস্বরে কোন গুপ্ত কথা বলার ন্যায় চুপি চুপি কহিতে লাগিলেন "আমার নয় বৎসর বয়ঃক্রম-কালে মাতার দ্বীপান্তরবাসের আজ্ঞা হয়, এবং যখন পিতাকে ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত করা হয়, তখন আমার বয়স পূর্ণ একাদশ বৎসরও হয় নাই!" হেমিঙস্ চমকিত হইয়া বলিয়া উঠিলেন "ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত!"

ডালটন পুনরপি কহিলেন "হাঁ, ফাঁসি কাষ্ঠে লম্বিত; আমি তাঁহার সঙ্গে গাড়ীতে সীন নদী পর্য্যন্ত গিয়াছিলাম। ঈশ্বরের কৃপায় আজিও সে সব কথা এরূপ মনে করিয়া রাখিয়াছি যেন সে ঘটনা কল্যকার কথা। পিতা আমাকে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন এবং আমি তাঁহার দুই পদের মধ্যস্থলে বসিয়াছিলাম। তিনি সেই সময় কহিতেছিলেন যে, আমার অত্যন্ত আনন্দ হইতেছে, আমি যেরূপ নিভয়ে মরিব 'আমার পুত্র তাহা স্বচক্ষে দেখিবে।' আমাদের সঙ্গে এক গাড়ীতে লালদরোজা নামক কারাগারের ধর্ম্ম বিষয়ক বিচারকর্ত্তা ছিলেন। আমার পিতা তাঁহার প্রতি কিছুমাত্র সম্মান দেখাইলেন না; কিন্তু সেই বিচারক আমার প্রতি কৃপা বশতঃ আমাকে নিউ পারিস বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস জন্য প্রেরণ করেন। তথায় তাঁহার সাহায্যে তিন চারি বৎসর অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। আমি অত্যন্ত পরিশ্রমের সহিত তথায় অধ্যয়ন করিতাম। কিন্তু যখন তথাকার কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা আমাকে ব্যবসায় শিক্ষার নিমিত্ত কোন সওদাগরের নিকট শিক্ষানবিশরূপে রাখিতে ইচ্ছা করিলেন; নিজের জীবনোপায় স্বয়ং দেখিব এইরূপ মনস্থ করিয়া তখনই তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া তথা হইতে পলায়ন করিলাম।'

হেমিংস্ সাতিশয় ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল "সেই অবধি এ পর্য্যন্ত কি আপনি সম্ভ্রান্ত জনের ন্যায় জীবন অতিবাহিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন?"

ডালটন উত্তর করিলেন "নিঃসংশয়ে। কথাটা এই যে, লালরাজার ধর্ম্ম বিষয়ক বিচারকর্ত্তা আমাকে নিউ পারিস বিদ্যালয়ে দিয়া বিশেষ উপকার করিয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ানুযায়ী এমন শিক্ষা পাইয়াছিলাম যে, নগরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় যুবক কিম্বা বিলাস-প্রিয় ভদ্রজনগণের সঙ্গে কথাবার্ত্তা কহিতে ও মিশিতে আমাকে কোন কষ্ট পাইতে হয় নাই। এতদ্ব্যতীত তাহাদের সহিত মিলিয়া মিশিয়া এমন অনেক গোপনীয় বিষয় জানিতে পাই, যে, যদ্দারা সময়ে আমার সুবিধাজনক কার্য্যে খাটাইতে সমর্থ হইয়া থাকি।"

ডালটন—"সে যাহা হউক যদি তুমি আমার সহিত মিলিয়া কার্য্য করিতে ইচ্ছা কর, তবে তোমাকে বিস্তর আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য বিষয় বলিব এবং নানাবিধ বিস্ময়-কর স্থান দেখাইব। এই নগরের সাধারণ অধিবাসীবর্গ যাহার বিন্দুবিসর্গও অবগত নহে, এরূপ অগণিত নূতন নূতন দৃশ্য তোমাকে দেখাইতে হইবে। এখানে বিস্তর গোপনীয় ও সাধারণের দুর্ব্বোধ্যভাবে নানা কাণ্ড হইয়া থাকে। সুতরাং সাধারণ জনগণের এই মহানগরে বাস করা আর সমুদ্রের উপর দিয়া জাহাজ আরোহণ করিয়া যাওয়া একই কথা। সমুদ্রে যেমন নিমগ্ন না হইলে তাহার তলদেশে যে সকল অদ্ভুদ্ রত্ন ও ভয়ানক জন্তু প্রভৃতির অবস্থান জানা যায় না, সেইরূপ এখানেও আমাদের ন্যায় জীবনে প্রবেশ না করিলে এই মহানগরের অত্যাশ্চর্য্য ও ভয়ানক ভয়ানক ব্যাপার দর্শন করিতে পারা যায় না।"

হেরী বাধা দিয়া জিজ্ঞাসা করিল "আপনি কি আমাকে সেই সকল গুপ্ত কাণ্ডে দীক্ষিত করিতে পারিবেন?"

ডালটন গম্ভীরভাবে উত্তর করিলেন "ইহার প্রথম অবস্থাকে আমি শিক্ষানবিশি অবস্থা কহিয়া থাকি; অতএব তুমি যদি এই শিক্ষানবিশি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার সাহস দেখাইতে পার, তবেই তুমি দীক্ষিত হইবে।"

হেমিংস্ এক পূর্ণ গ্লাস মদিরা পান করতঃ অতি দৃঢ়তার সহিত কহিল "আমার আধুনিক এই শিক্ষানবিশি অপেক্ষা যে কোন প্রকার,

শিক্ষানবিশিই শ্রেয়ঃ। আমি আপনার ন্যায় স্বাধীন হইতে—ইচ্ছামত কার্য্য করিতে পারগ হইতে—চাহি; যখন ইচ্ছা তখনই বাহিরে যাইতে আবার ইচ্ছানুসারে গৃহে আসিতে যাহাতে সমর্থ হই তাহা করিতে চাহি; আমি আমার নিজের প্রভু হইতে চাহি—আমি সম্পূর্ণ স্বাধীন হইতে চাহি।”

ডালটন এই সময় বলিয়া উঠিলেন “তুমি যদি আমার সহিত কোন বন্দোবস্তে মিলিতে চাও, তাহা হইলে সম্পূর্ণরূপে স্বাধীন হইতে পারিবে না। কিন্তু তোমার উপর যে কোনরূপ ক্ষমতা প্রকাশ করা হইবে তাহা এরূপ সামান্য যে, তুমি তাহা অনুভব করিতে পারিবে না। পরন্তু তোমার জীবন, সুখের ও উপভোগ্য বোধ হইবে।”

হেমিংস্ কহিল “আমি যত শীঘ্র আপনার প্রস্তাবে সম্মত হইয়া কার্য্য করিতে পারি, আমার পক্ষে ততই মঙ্গল। আমার পিতা ও ভগ্নীর সত্বর এই নগরে আসার সম্ভাবনা আছে।”

হটাৎ যেন কোন বিষয় মনে পড়িল এরূপভাবে ডালটন কহিয়া উঠিলেন “তোমার ভগ্নী!” অনন্তর যুবক যাহাতে শুনিতে পায় এরূপ অনুচ্চ স্বরে মনে মনে বলিতে লাগিলেন “নিঃসন্দেহ, তাহার নাম এমিলি—আমি কি মূর্খ যে এই নামে নামে মিল পূর্ব্বে তাহা অনুভব করিতে পারি নাই!” হেরী এই কথা শুনিয়া জিজ্ঞাসা করিল “মহাশয়! আপনি কি কহিতেছেন?”

তিনি উত্তর করিলেন “তোমার যে আত্মীয় স্বজন আছে, ইতিপূর্ব্বে এ কথা ত কোন দিন প্রকাশ কর নাই, আমি তাহাই ভাবিতেছিলাম।” তদনন্তর উদাসভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন “হ্যারী! তোমার পিতা কি করেন?”

হেরী উত্তর করিল “তিনি ধর্ম্মযাজক, শীঘ্রই আমার ভগ্নী এমিলির সহিত এই নগরে আগমন করিবেন। তাঁহারা এখানে আসিলেই আমার প্রভু আমার বিষয় সব তাঁহাকে বলিয়া দিবেন। এই জন্যই ত মহাশয়! আমি আপনার মত করিতে চাহিতেছি—অর্থাৎ তাঁহাদিগকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া পলায়ন করিতে এবং স্বয়ং স্বীয় জীবিকা উপার্জ্জন করিতে এত উৎসুক হইয়াছি।”

ডালটন মুহূর্ত্তকাল চিন্তা করতঃ কহিলেন “হটাৎ তাহা করা হইবে

না। তুমি যেখানে আছ, যে গতিকেই হউক আরও দুই এক সপ্তাহ তথায় অবস্থিতি কর; পরে ইহার কারণ তোমাকে বলিব। তুমি যে, তোমার পিতার সহিত সাক্ষাৎ করিতে ভীত হইতেছ, সে তোমার মূর্খতা—ভাল ভাবে রহিবে এই কথা তাঁহার নিকট প্রতিজ্ঞা করিয়া কাইও; তাহা হইলেই বৃদ্ধ তোমাকে ক্ষমা করিবেন।"

হেমিংস্ কহিল—"আমার প্রভু আমার বিরুদ্ধে তাঁহাকে কোন কথা নাও বলিতে পারেন। সত্যই তিনি কিয়ৎক্ষণ পূর্ব্বে কহিতেছিলেন যে, আমার ব্যবহারের উন্নতি দর্শন করিলে তিনি আমার প্রতি সদয় হইবেন। কিন্তু, আপনি আমার সম্বন্ধে যাহা যাহা কহিলেন, তৎসমুদায় করিতে এক্ষণে ইতস্ততঃ করিতেছেন কেন? আমি মনে করিতেছি যে, ইতিপূর্ব্বে আপনি নিশ্চিতরূপে বলিলেন যে, পূর্ব্ব সাক্ষাৎকালে আমার নিকট যে যে প্রস্তাব করিয়াছিলেন, সেগুলিও সময়ে কার্য্যে পরিণত করিতে আসিয়াছেন।"

ডালটন কহিলেন "নিশ্চই আমার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিব। কিন্তু যত দিন না আমি তোমাকে ত্যাগ করিতে বলি, ততদিন ডেভিডের কর্ম্মে থাকিয়া আমার পরিচালনা মতে কার্য্য করিতে হইতেছে। আমি তোমায় প্রত্যয় জন্মাইয়া দিব যে, সত্য সত্য তোমার প্রতি বন্ধুর ন্যায় আচরণ করিব। আপাততঃ তোমার খরচ বাবদ এই দুইটী স্বর্ণ মুদ্রা লও। কাল রাত্রে ঠিক একাদশ ঘটিকার সময় পুরাতন বাজারে আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে হইবে, তুমি কি সেই সময় গৃহস্থিত সকলের অজ্ঞাতসারে বাহির হইয়া আসিতে পারিবে?"

স্বর্ণ মুদ্রা দর্শনে যুবকের চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল; তখন সে কহিল "অক্লেশে পারিব। সওদাগর ডেভিডের বাটীতে আমি ও আমার সহযোগী শিক্ষানবিশ ফ্রাঙ্ক গুড্ চাইল্ড্ এক গৃহে শয়ন করিয়া থাকি। ফ্রাঙ্ক এরূপ নিদ্রাতুর যে, দশটার মধ্যে ঈশ্বর উপাসনা করিয়া গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইয়া পড়ে; সুতরাং আমি অনায়াসেই নিঃশব্দে গুড়ি গুড়ি বাহির হইতে পারি এবং কেহই তাহা জানিতে পায় না।"

অতঃপর ডালটন দাঁড়াইয়া কহিলেন "তবে আপাততঃ বিদায় হই।" পুনরপি গম্ভীর ও ভীতিব্যঞ্জক স্বরে বলিলেন "কিন্তু দেখ, তোমায় আমায়,

যে কথাবার্ত্তা হইল ইহার একটি কথাও যেন কাহারও কর্ণে না যায়। আর যদি তুমি এ কার্য্য ভাল বিবেচনা কর, তাহা হইলেও এ কথার কিছুমাত্র ব্যক্ত করিও না। তোমাকে বন্ধুভাবে আর একটি কথা বলিয়া রাখি; যদি আমার কথা কোন সময়ে প্রকাশ করিতে চেষ্টা কর, তাহা হইলে, মনে ভাবিও যে, তুমি স্বীয় মস্তকে ভয়ানক প্রতিহিংসা আনয়ন করিবে।"

যুবক এই কথা শুনিয়া ভয়ে বিবর্ণ হইয়া গেল এবং মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত কাঁপিতে কাঁপিতে কহিল "ডালটন! আপনি কখনই ভাবিতে পারেন না—আপনি কখনই মনে ভাবিবেন না—"

ডালটন হটাৎ বাধা দিয়া; আবার পূর্ব্বের ন্যায় অকপট ও হৃষ্টভাবে কহিলেন "আচ্ছা, বেশ, হাঁ! তোমাকে একটু সতর্ক করা ভাল। যা'ক, আমরা এ সম্বন্ধে আর কোন কথা কহিব না। তবে কল্য রাত্রি এগারটা পর্য্যন্ত বিদায়।"

যুবক যত্ন পূর্ব্বক স্বর্ণ মুদ্রা দুইটী স্বীয় অঙ্গাবরণ মধ্যে রাখিল। এবং ডালটন দুর্ব্বোধ্য ভাষায় যে সকল ভয়ানক কথা কহিলেন, সে সমুদায় ভুলিয়া গিয়া বলিল "আমি ঠিক সময়ে উপস্থিত হইব।"

তদনন্তর দুই বন্ধু পৃথক হইল——ডালটন পশ্চিম দিকে গমন করিলেন ও অলস শিক্ষানবিশ নিতান্ত অনিচ্ছুক ভাবে কার্য্য করিতে তন্ত্রাগারে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।
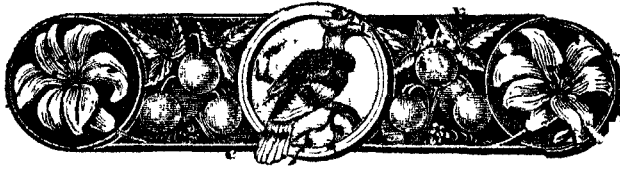
সপ্তম পরিচ্ছেদ।

সওদাগর ডেভিড ভবন—বৃদ্ধ পুরোহিত।

ইতিপূর্ব্বে আমরা ডেভিডকে গির্জ্জার নিকট তাঁহার গুদামগৃহে ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি। এক্ষণে পুনর্ব্বার তাঁহার বিষয় আরম্ভ করিব।

তৎকালে পারিসের প্রত্যেক দোকান, গুদাম ঘর, কিম্বা বাণিজ্যালয়ে একটী করিয়া নির্দ্দিষ্ট চিহ্ন থাকিত। অনেক স্থলে আবার এরূপও দেখা যাইত—দোকানে কিম্বা বাণিজ্যালয়ে যে ব্যবসা চলিত, তদ্বিষয় জ্ঞাপক কোন প্রকার চিহ্ন সেই সেই গৃহের বহির্দ্দেশে লম্বিত থাকিত। উপানৎকারের দোকানে বা বাটীর উপর জুতার ফর্ম্মা ঝুলান থাকিত; কাঁসারির বাটীতে কটাহ, স্বর্ণকারের ভবনে সুবর্ণময় মুদ্গার ঝুলিত। মুদির দোকানের উপর ডাব নয় বিশুদ্ধ চিনির তাল, শুণ্ডিকালয়ে বৃহৎ পিপা; নাপিত বা নরসুন্দরের ভবন দ্বারে ক্ষুর থাকিত। কিন্তু অনেক স্থলে আবার এরূপও দেখা যাইত যে, কোন বিশেষ ব্যবসায়ের নির্দ্দিষ্ট দ্রব্য না ঝুলাইয়া তৎসম্বন্ধীয় বাণিজ্যালয়ে পার্থক্যসূচক অন্য কোন চিহ্ন দেওয়া হইত। এইরূপে সিংহ, ভল্লুক, কুক্কুর, মুকুট এবং মধুচক্র ইত্যাদি নানাবিধ চিহ্ন ক্রয় বিক্রয় স্থানের উপর অঙ্কিত থাকিত। এবং সভ্যতার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বিলাসিতার বৃদ্ধি হওয়াতে এই বিভাগে নানারূপ নবীন ও অদ্ভুদ্ পরিবর্ত্তন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। সুতরাং যে সময়ের বিবরণ লিখিত হইতেছে, তৎকালে পারিস নগরের রাজপথে বাহির হইলেই নীলবর্ণের পক্ষবিশিষ্ট সরীসৃপ, পীত বর্ণের হস্তী, সবুজ

বর্ণের বরাহ, রক্তবর্ণ সিংহ, হরিদ্বর্ণের মৎস্য প্রভৃতি নানা প্রকার অসম্বদ্ধ ও অদ্ভুত চিহ্ন পরিলক্ষিত হইত।

ডেভিডের ভবনোপরি চিহ্নস্বরূপ একটী সুবৃহৎ উল্লম্ফমান রক্তবর্ণের সিংহ ঝুলিত। এই বাটীতে যে কেবল তাঁহার ব্যবসায় কার্য্যাদি নির্ব্বাহ হইত এরূপ নহে, তিনি সপরিবারে বাসও করিতেন। ডেভিডের বৈঠকখানার জানালার নিম্নে ঐ মূর্ত্তি লম্বিত ছিল।

এইমাত্র ডেভিড স্বীয় বৈঠকখানাতে প্রবেশ করিলেন; অতএব পাঠকগণ চলুন, আপনাদিগের সহিত তথায় প্রবেশ করি। সেই কক্ষে সদ্গুণালঙ্কৃতা ডেভিড স্ত্রী ও তৎকন্যা সদাচারিণী কুমারী সোফিয়া সুন্দরী এবং ডেভিডের সহিত আপনাদিগের পরিচয় হইবে।

ডেভিডের পত্নী স্পষ্ট বিশিষ্টা, সৎ ... ও সানন্দ-চিত্তা ছিলেন। তাঁহার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর হইয়াছে, এই কথা প্রকাশ করিতে তিনি কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করিতেন না। তিনি দয়াবতী ও সন্তুষ্টা ছিলেন কিন্তু লৌকিক প্রশংসাবাদ লাভের আশয়ে দানাদি সৎক্রিয়া করিতেন না। এই রমণী তাঁহার স্বামীকে বাণিজ্য-কৌশল, অধ্যবসায় এবং সরলতার আদর্শ অবতার বলিয়া জ্ঞান করিতেন এবং তন্নিমিত্ত তাঁহার মনে মনে বিলক্ষণ অভিমানও ছিল। একমাত্র কন্যা সোফিয়াকে তিনি নিরতিশয় স্নেহ করিতেন এবং তাহাকে কুমারী সুলভ শিষ্টাচারের ও কমনীয়তার উদাহরণস্বরূপ জ্ঞান করিতেন। ফলতঃ সোফিয়াও বিবেচিতা হইবার সম্পূর্ণ যোগ্যা ছিল; বাস্তবিক অপত্য-বৎসল ও স্নেহপরায়ণ জনক জনকী যেরূপ কন্যা লাভের ইচ্ছা করিয়া থাকেন সোফিয়া প্রকৃতই তদনুরূপ। আচরণে শিষ্টা ও স্পর্দ্ধা-রহিতা সেই কুমারীতে কপট শিষ্টতা অথবা লোক দেখান জঘন্য অতি লজ্জা দেখা যাইত না। তাহাকে প্রয়োজন মত শিক্ষা দেওয়া হইয়াছিল এবং অব্যবহার্য্য কোন বিষয়ের উপদেশ দেওয়া হইত না। পরিচ্ছদ মনোনয়ন সম্বন্ধে তাহার কিছুমাত্র বিলাসিতা কিম্বা চাকচিক্য-প্রিয়তা ছিল না। সকল আত্মীয় স্বজনেরাই সোফিয়াকে ভালবাসিত এবং যাহাদিগের সহিত তাহার পরিচয় কিম্বা বন্ধুত্ব ছিল, তাহারা তাহাকে অতীব সম্মান করিত। সোফিয়া সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরী ছিল না; কারণ তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠন প্রণালীতে সেরূপ

সামঞ্জস্য দেখা যায় না যাহাতে প্রকৃত সৌন্দর্য্য প্রকাশ পায়। কিন্তু সে বাস্তবিকই প্রিয়দর্শনা ছিল; তাহার মূর্ত্তিতে এরূপ কোমলতা বা কমনীয়তা বিকাশ পাইত যে, তাহাকে মনোহর মূর্ত্তিবিশিষ্টা বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এক্ষণে বালিকা অষ্টাদশ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। নগরস্থিত বিস্তর ধনশালী সম্ভ্রান্ত লোকের তনয়েরা তাহার নিকট বিবাহের প্রস্তাব করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহার মাতা অতি বিজ্ঞতার সহিত উপদেশ দিয়াছিলেন। 'হৃদয় যাহাকে চাহে না, তাহাকে বিবাহ করিতে নাই।' সুতরাং সোফিয়াও তদনুযায়ী কার্য্য করিত এবং এ পর্য্যন্ত কাহারও উপর প্রণয় ন্যস্ত করে নাই। যদি সে কোন যুবকের কথা দুই একবারের অধিক চিন্তা করিত কিম্বা অন্য অপেক্ষা কোন যুবকের সঙ্গ সমধিক ভালবাসিত, তবে সে যুবক সেই পরিশ্রমী—শিক্ষিত [illegible]।

ডেভিড গৃহে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন উভয় নারীই সূচ লইয়া সাতিশয় আগ্রহ সহকারে কার্য্য করিতেছে। কিন্তু তাঁহারা উভয়েই কার্য্য হইতে মস্তক উন্নত করিয়া ঈষদ্ধাস্যের দ্বারা তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন। আচ্ছা! যে ব্যক্তি স্ত্রী পুত্র কন্যাগণের জন্য সর্ব্বদা পরিশ্রম করিতেছেন, তিনি যদি গৃহে আসিয়া তাহাদের প্রফুল্ল মুখ নিরীক্ষণ করেন—আহা! তদ্দর্শনে কোন্ শ্রান্ত জনের শ্রান্তি দূর না হয়;—কোন্ ব্যক্তির মুখে হাসি দেখা না যায় এবং কোন্ মূঢ়ের অন্তঃকরণে করুণ ও পবিত্র ভাব উদ্দীপিত না হয়? সেই ভাগ্যবান ব্যক্তির ভবনই সুখের আগর! তিনি যতই চিন্তা পীড়িত হউন না কেন—[illegible] ব্যবসায়ে কৃতকার্য্যতা ও উন্নতি লাভের জন্য তিনি যতই উৎকণ্ঠিত হউন না কেন—গৃহে আসিয়া পরিবারবর্গের সস্মিত মুখ দর্শন করিয়া সমস্ত কষ্ট বিস্মৃত হইবেন, তাঁহার সমগ্র উৎকণ্ঠা দূরীভূত হইবে ও তদীয় আননে পবিত্র হাস্যচ্ছটা বিকসিত হইবে। ফলতঃ এইরূপ ভবনে—প্রকৃত স্বচ্ছন্দতা ও বিশুদ্ধ সুখের আগারে ডেভিড প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। বেলা প্রায় দুই ঘটিকা হইয়াছে—পারিসের মধ্যবৃত্ত ভদ্রলোকেরা এই সময় মধ্যাহ্ন ভোজন করিয়া থাকেন। স্ত্রী ও কন্যার সহিত দুই একটী মিষ্ট সম্ভাষণ ও সদালাপের পর ডেভিড সুবর্ণময় বৃহৎ ঘটিকা যন্ত্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। তাঁহার আহারের সময় নিকটবর্ত্তী হইয়াছে ও ক্ষুধা